BCS প্রিলিমিনারি

লেকচার ১৪

Lecture Contents

আধুনিক যুগ-৪

গুরুত্বপূর্ণ কবি ও সাহিত্যিক: ১৫ জন

১. প্রমথ চৌধুরী ২. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ৪. ইসমাইল হোসেন সিরাজী ৫. জহির রায়হান ৬. মানিক বন্দোপাধ্যায় ৭. বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় ৮. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৯. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ১০. আবুল কালাম শামসুদ্দীন ১১. সিকান্দার আবু জাফর ১২. আল মাহমুদ ১৩. আবু ইসহাক ১৪. সৈয়দ আলী আহসান ১৫. অমিয় চক্রবর্তী।

অন্যান্য কবি ও সাহিত্যিক

গিরিশ চন্দ্র ঘোষ, মোজাম্মেল হক, এস ওয়াজেদ আলী, কামিনী রায়, যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ফজলুল করিম, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, নজিবর রহমান, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, কাজী ইমদাদুল হক, রামেন্দু সুন্দর ত্রিবেদী, ড. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, দীনেশচন্দ্র সেন, বুদ্ধদেব বসু, শহীদুল্লাহ কায়সার, আনোয়ার পাশা, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, আবুল মুনসুর আহমেদ, শাহাদাত হোসেন

Content Discussion

শিক্ষক ক্লাসে নিচের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রথমে বুঝিয়ে বলবেন।

গুরুত্বপূর্ণ কবি ও সাহিত্যিক: ১৫ জন

প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)

বাংলা সাহিত্যে চলিত গদ্য রীতির প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরী। তার পৈতৃক নিবাস পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামে। তিনি ৭ আগস্ট ১৮৬৮ সালে যশোরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাতিজি ইন্দিরা দেবীকে বিয়ে করেন। তিনি 'বীরবল' ছদ্মনামে সাহিত্য চর্চা করতেন। তাঁর রচিত প্রথম গল্পগ্রন্থ 'চার ইয়ারী কথা'। চলিত রীতিতে লেখা তাঁর প্রথম গদ্যরচনা 'বীরবলের হালখাতা' (১৯০২)। এটি প্রবন্ধ গ্রন্থ। তাঁর প্রবন্ধধর্মী অন্যান্য রচনা 'তেল নুন লাকড়ি', 'রায়তের কথা', 'নানা কথা'।

বাংলা কাব্যে প্রমথ চৌধুরী ইটালীয় সনেটের প্রবর্তন করেন। প্রমথ চৌধুরী রচিত সনেটধর্মী কাব্যের নাম 'সনেট পঞ্চাশৎ' (১৯১৩)।

প্রমথ চৌধুরী 'সবুজপত্র' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। এটি ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয়। "সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত" উক্তিটি প্রমথ চৌধুরীর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রমথ চৌধুরী জগত্তারিণী পদক লাভ করেন।

ছোটগল্প: চার ইয়ারী কথা, আহুতি, ফরমায়েসী গল্প, নীললোহিত, ফার্স্টক্লাশ ভূত, বড় বাবুর বড়দিন প্রভৃতি।

✪ প্রমথ চৌধুরী রচিত 'একটি সাদা গোলাপ' গল্পটি আর্ট সম্পর্কিত গল্প।

- ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত 'হালখাতা' (১৯০২) চলিত রীতিতে প্রমথ চৌধুরীর প্রথম গদ্য।
- বাংলা সাহিত্যে প্রথম বিদ্রূপাত্মক প্রবন্ধ রচনা করেন প্রমথ চৌধুরী। প্রমথ চৌধুরীর অধিকাংশ ছোটগল্পে লেখকের নাম নীললোহিত। এটি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়েরও ছদ্মনাম।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. বাংলা সাহিত্যে চলিত রীতির প্রবর্তক কে?
ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ. প্যারীচাঁদ মিত্র
গ. প্রমথ চৌধুরী ঘ. প্রমথনাথ বসু **গ**

২. 'বীরবল' নিম্নোক্ত একজন লেখকের ছদ্মনাম-
ক. প্রমথ চৌধুরী খ. ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়
গ. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঘ. নবীনচন্দ্র সেন **ক**

৩. 'তেল-নুন-লাকড়ি' কার রচিত গ্রন্থ?
ক. প্রবোধচন্দ্র সেন খ. প্রমথ চৌধুরী
গ. প্রমথনাথ বিশী ঘ. প্রদ্যুম্ন মিত্র **খ**

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের হুগলীর দেবানন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। তিনি বাংলা সাহিত্যের অপরাজেয় কথাশিল্পী। শরৎচন্দ্র সাতটি ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন– অনিলা দেবী, অপরাজিতা দেবী, শ্রী চট্টোপাধ্যায়, অনুরূপা দেবী, পরশুরাম (পরশুরাম রাজশেখর বসুরও ছদ্মনাম), শ্রীকান্ত শর্মা, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাদ্যায়।

- ভাগলপুর টি.এন. জুবলী স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৮৯৪) পাশ করে জুবলী কলেজে এফ.এ শ্রেণিতে ভর্তি হন। মাতৃবিয়োগ (১৮৯৫) ও অর্থাভাবে কলেজ পাঠ ত্যাগ করেন।
- তাঁর প্রথমজীবন কাটে ভাগলপুরে মাতুলালয়ে। সাহিত্য সাধনার হাতেখড়িও ভাগলপুরেই।
- ভ্যাগ্যান্বেষণে রেঙ্গুনে (বার্মা) গমন করেন (১৯০৩)।
- ভারতী পত্রিকায় 'বড়দিদি' (১৯০৭) উপন্যাস প্রকাশিত হলে তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।
- তাঁর সাহিত্যকর্মকে ঘিরে এ উপমহাদেশে বিভিন্ন ভাষায় প্রায় পঞ্চাশটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে।
- তিনি চিত্রাঙ্কনেও দক্ষ ছিলেন। বার্মায় বসবাসকালে তাঁর অঙ্গিত 'মহাশ্বেতা' অয়েল পেন্টিং একটি বিখ্যাত চিত্রকর্ম।
- ১৬ জানুয়ারি ১৯৩৮ সালে কলকাতার পার্ক নার্সিংহোমে মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস :

- বড়দিদি (১৯১৩): প্রথম উপন্যাস। ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
- পরিণীতা (১৯১৪)
- বিরাজ বৌ (১৯১৪)
- পণ্ডিত মশাই (১৯১৪)
- পল্লী সমাজ (১৯১৬)। ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত (১৯১৫) হয়। এর নাট্যরূপ 'রমা'। এর বিখ্যাত উক্তি– 'আগুনের শেষ, ঋণের শেষ আর শত্রুর শেষ কখনো রাখিসনে মা।'
- বৈকুণ্ঠের উইল (১৯১৬)
- দেবদাস (১৯১৭)
- চরিত্রহীন (১৯১৭): উপন্যাসটি যমুনা পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এতে সতীশ-সাবিত্রীর অসামাজিক প্রণয় প্রাধান্য লাভ করলেও উপেন্দ্র-দিবাকর-কিরণময়ী প্রভৃতি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।
- শ্রীকান্ত (১ম খণ্ড ১৯১৭, ২য় খণ্ড ১৯১৮, ৩য় খণ্ড ১৯২৭, ৪র্থ খণ্ড ১৯৩৩): আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। এতে শরৎচন্দ্র 'শ্রীকান্ত শর্মা' ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন। এর প্রথম খণ্ডের সবচেয়ে প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় চরিত্র 'ইন্দ্রনাথ'। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কিশোর চরিত্র। এ উপন্যাসের বিখ্যাত উক্তি–
  - ✓ বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না- ইহা দূরেও ঠেলিয়া ফেলে।
  - ✓ মড়ার আবার জাত কি?
  - ✓ মধু থাকলেই মৌমাছি এসে জোটে-তারা দেশবিদেশের বিচার করে না।

  উল্লেখ্য 'শ্রীকান্ত'র পরিপূরক বলা হয় প্রমথনাথ বিশীর 'শ্রীকান্তের' উপন্যাসকে।
- নিষ্কৃতি (১৯১৭)
- দত্তা (১৯১৮)। প্রেমের উপন্যাস। উল্লেখযোগ্য চরিত্র– বনমালীবাবু, বিজয়া, নরেন, বিলাস, রাসবিহারী। ১৯৩৪ সালে এর নাট্যরূপ 'বিজয়া' প্রকাশিত হয়।
- গৃহদাহ (১৯২০)।
- বামুনের মেয়ে (১৯২০)
- দেনা-পাওনা (১৯২৩)। অধুনা চণ্ডীগড়ের ভৈরবী ষোড়শীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ঘৃণিত চরিত্রের অধিকারী জীবনানন্দের আমূল পরিবর্তন এই উপন্যাসটি কেন্দ্রিয় বিষয়বস্তু। এর বিখ্যাত উক্তি- 'প্রেম সতীত্ব অপেক্ষা মহত্তর'। এ উপন্যাস অবলম্বনে রচিত নাটক 'ষোড়শী'।
- পথের দাবী (১৯২৬): রাজনৈতিক পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস। 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিপ্লবীদের সমর্থন করার অভিযোগে বৃটিশ সরকার উপন্যাসটি বাজেয়াপ্ত করে। উপন্যাসের চরিত্র ভারতী, সব্যসাচী ওরফে ডাক্তার সাহেব।
- শেষ প্রশ্ন (১৯৩১) এর বিখ্যাত উক্তি– 'মানুষের মরণ আমাকে বড় আঘাত করে না, করে মনুষ্যত্বের মরণ দেখিলে'।
- বিপ্রদাস (১৯৩৫)
- শেষের পরিচয় (অসমাপ্ত)।

বিখ্যাত ছোটগল্প

- কাশীনাথ (১৯১৭)- সতের বছর বয়সে সর্বপ্রথম পাঠশালার সহপাঠী কাশীনাথের নামে গল্পটি লিখেন।
- রামের সুমতি (১৯১৭)।
- মন্দির প্রথম প্রকাশিত গল্প। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে যাওয়ার দুএকদিন আগে 'মন্দির' গল্পটি লিখে সুরেনবাবুর নামে কুন্তলীণ প্রতিযোগিতায় পাঠিয়েছিলেন। গল্পের জন্য কুন্তলীন পুরস্কার লাভ করেন।
- মহেশ (১৯২৬) সার্থক ছোটগল্প। এ গল্পের চরিত্র- আমেনা, গফুর, মহেশ। গল্পের মহেশ একটি ষাড়ের নাম।
- বিলাসী (১৯২০)। এ গল্পের বিখ্যাত উক্তি- 'টিকিয়া থাকাই চরম সার্থকতা নয়, অতিকায় হস্তি লোপ পাইয়াছে কিন্তু তেলাপোকা টিকিয়া আছে'।
- মেজদিদি। এ গল্পের চরিত্র হেমাঙ্গিনী, কাদম্বিনী।
- মামলার ফল (১৯২০)।
- সতী (১৯৩৪)।

প্রবন্ধ গ্রন্থ

- নারীর মূল্য (১৯২৪): এটি 'অনিলা দেবী' ছদ্মনামে লিখেন। অনিলা দেবী তার বড় বোনের নাম।
- তরুণের বিদ্রোহ (১৯৩০) : প্রবন্ধটি ১৯২৯ সালে ৩০ মার্চ রংপুর বঙ্গীয় যুব সম্মিলনী অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ। এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে 'সত্য ও মিথ্যা' নামে আরো একটি প্রবন্ধ অন্তর্ভূক্ত করা হয়।
- স্বদেশ ও সাহিত্য (১৯৩২) : এর বিখ্যাত উক্তি- 'শ্রদ্ধা ও স্নেহের অভিনন্দন মন দিয়ে গ্রহণ করতে হয়, তার জবাব দিতে নেই।

নাটক

- ষোড়শী (১৯২৮)।
- রমা (১৯২৮)।
- বিজয়া (১৯৩৫)।

পুরস্কার

- কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক (১৯২৩)।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট (১৯৩৬) ডিগ্রি লাভ করেন।
- স্বাক্ষরবিহীন প্রেরিত 'মন্দির' গল্পের জন্য কুন্তলীন পুরস্কার লাভ (১৯০৩)।

গ্রন্থপরিচিতি

শ্রীকান্ত: 'শ্রীকান্ত' শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। এ উপন্যাসটি চারটি খণ্ডে (প্রথম খণ্ড: ১৯১৭, ২য় খণ্ড: ১৯১৮, ৩য় খণ্ড: ১৯২৭ এবং ৪র্থ খণ্ড: ১৯৩৩) বিভক্ত। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র শ্রীকান্তে'র মধ্যে লেখকের ব্যক্তিজীবন প্রতিফলিত হয়েছে। ভ্রমণকাহিনি লক্ষণাক্রান্ত এ উপন্যাসের খণ্ডগুলো কতক বিচ্ছিন্ন কাহিনির সমষ্টি। তবে প্রতিটি খণ্ডই শ্রীকান্তের স্মৃতিচারণ সূত্রে আবদ্ধ এবং লেখকের বর্ণনাগুণে হয়েছে উঠেছে প্রাণবন্ত। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র শ্রীকান্তের জীবন অভিজ্ঞতার বর্ণনাচ্ছলে এতে বিচিত্র ঘটনা ও অসংখ্য চরিত্রে সমাবেশ ঘটেছে। সে সব ঘটনা ও চরিত্রের বাহুল্যের মধ্যে উপন্যাসের মূলসূত্র হিসেবে শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর প্রণয় কাহিনি শেষ পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে। শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর পাশাপাশি শ্রীকান্তের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রথম পর্বের ইন্দ্রনাথ ও অন্নদা দিদি, দ্বিতীয় পর্বের অভয়া, তৃতীয় পর্বের ব্রজানন্দ ও সুনন্দা এবং চতুর্থ পর্বের গহর ও কমললতার চারদিক ও সামাজিক সম্পর্কে বহুবর্ণিল বিষয় এতে চিত্রিত হয়েছে। সেই সঙ্গে তৎকালীন বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থারও বাস্তবানুক চিত্র এতে অংকিত হয়েছে।

গৃহদাহ: শরৎচন্দ্রের উপন্যাস গৃহদাহ প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালে। উপন্যাসের নায়িকা অচলা। মহিম ও সুরেশ দুই পুরুষের প্রতি অচলার আকর্ষণ-বিকর্ষণ উপন্যাসের আলোচ্যবিষয়। উপন্যাস শুরু হয়েছে মহিম আর অচলার বিয়ের আলোচনা দিয়ে। বিয়ের পরেই কাহিনির যথার্থ সূত্রপাত। মহিম এবং সুরেশের প্রতি অচলার দোটানা আকর্ষণের মধ্য দিয়ে কাহিনি এগিয়েছে। বিয়ের পর মহিমকে ছেড়ে অচলা সুরেশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। আবার সুরেশের প্রতি মোহভংগের পর মহিমের উপস্থিতিতে অচলার ভয়নাক একাকীত্ব ও দুঃসহ শূন্যতার মধ্যে উপন্যাসের ইতি ঘটেছে।

পথের দাবী: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় উপন্যাস 'পথের দাবী' (১৯২৬)। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কামনাকে প্রেক্ষাপটে রেখে লেখা হয়েছে এ উপন্যাস। উপন্যাসে দেখা যায় স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে সব্যসাচী ওরফে ডাক্তার সাহেব বার্মা মুল্লুকে গড়ে তোলেন 'পথের দাবী' নামের সংগঠন। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ভারতী পুরো নাম মেরি ভারতি যোশেফ, ধর্মে খ্রিস্টান। সব্যসাচীর প্রতি তার অগাধ আস্থা-ভক্তি। সব্যসাচী ও ভারতী দু'জনের লক্ষ্য এক হলেও তাঁদের মাঝে রয়েছে একটা পার্থক্য। সব্যসাচীর উদ্দেশ্য প্রান্তিক মানুষ বিশেষত শ্রমিকদের সামনে সত্য উন্মোচন করে বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করা। এর জন্য রক্তগঙ্গা বয়ে দিতে প্রস্তুত। ভারতীর অবস্থান এর বিপরীত। সে শ্রমিকদের জীবন মানের উন্নয়ন চায়, কৃষকদের শিক্ষা চায়। কিন্তু রক্তারক্তি চায় না। মূলত ভারতী ও ডাক্তারের কথোপকথনের মাধ্যমে শরৎচন্দ্র দুটি ভিন্ন দর্শনকে সুনিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এদিকে ভারতী কট্টর ব্রাহ্মণ অপূর্বকে ভালবাসে। অপূর্বের ভেতর দেশপ্রেম আছে কিন্তু তেজ নেই।

গল্পের ঘটনা পরিক্রমায় চরিত্রগুলোর জবানিতে পরাধীনতার দুঃসহ যন্ত্রণার কথা চলে আসে। ইংরেজ সরকার উপন্যাসটি বাজেয়াপ্ত করেছিল।

গ্রন্থকার	গ্রন্থ	চরিত্র
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	'মহেশ'	গফুর
	'মেজদিদি'	হেমাঙ্গিনী, কেষ্ট, কাদম্বিনী
	'বড় দিদি'	মাধবী, সুরেন্দ্রনাথ
	'দত্তা'	নরেন, বিজয়া
	'শ্রীকান্ত'	শ্রীকান্ত, রাজলক্ষ্মী, অভয়া, ইন্দ্রনাথ
	'গৃহদাহ'	সুরেশ, অচলা, মহিম
	'চরিত্রহীন'	সতীশ, সাবিত্রী, দিবাকর, কিরণময়ী
	'পথের দাবী'	সব্যসাচী
	'দেবদাস'	দেবদাস, পার্বতী, চন্দ্রমুখী
	'পল্লীসমাজ'	রমা, রমেশ
	'দেনাপাওনা'	জীবানন্দ, ষোড়শী

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি শরৎচন্দ্রের ছদ্মনাম?
ক. বীরবল খ. ভিমরুল
গ. অনিলা দেবী ঘ. যাযাবর **গ**

২. কত খ্রিস্টাব্দে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জগত্তারিণী' পদক লাভ করেন
ক. ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে
গ. ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে **খ**

৩. 'পথের দাবী' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?
ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. নবীনচন্দ্র সেন ঘ. সত্যেন সেন **খ**

৪. 'বৈকুণ্ঠের উইল' কার রচনা?
ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. বুদ্ধদেব বসু
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় **ক**

৫. কোন গ্রন্থটি শরৎচন্দ্র রচিত নয়?
ক. দেবদাস খ. শ্রীকান্ত
গ. মৃত্যুক্ষুধা ঘ. বড়দিদি **গ**

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম কৃষ্ণনগরের নদীয়া জেলায়। বাংলা নাটকে সার্থক দ্বন্দ্বমূলক চরিত্র সৃষ্টির প্রথম কৃতিত্ব তাঁর। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলো সমধিক প্রসিদ্ধ। 'সাজাহান' (১৯০৯) তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক।

কাব্যনাট্য: পাষাণী (১৯০০)।

ঐতিহাসিক নাটক: প্রতাপসিংহ (১৯০৫), দুর্গাদাস (১৯০৬), মেবারপতন (১৯০৮), নূরজাহান (১৯০৮), সাজাহান (১৯০৯), চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১) ও সিংহল-বিজয় (১৯১৬)।

সামাজিক নাটক: পরপারে (১৯১২) ও বঙ্গনারী (১৯১৬)।

নকশা ও প্রহসন: একঘরে (১৮৮৯), কল্কি অবতার (১৮৯৫), বিরহ (১৮৯৭), ত্র্যহস্পর্শ (১৯০০) ও প্রায়শ্চিত্ত (১৯০২)।

রোমান্টিক ও পৌরাণিক নাটক: সোহরাব-রুস্তম (১৯০৮) ও সীতা (১৩০৯)।

ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১)

তিনি সিরাজগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর লেখার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল বাংলার অনগ্রসর মুসলিম সমাজকে জাগিয়ে তোলা।

মীর মশাররফ হোসেনের পর মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করেন ইসমাইল হোসেন সিরাজী। বঙ্কিম রচনায় তাঁর দুর্বল মুহূর্তে যে মুসলিম-বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে সিরাজী উচ্চকণ্ঠে তার জবাব দিয়েছেন। এই জাতীয়তাবাদী অবস্থানের কারণে মুসলমানদের নিকট জনপ্রিয়। বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসের নায়ক হিন্দু এবং নায়িকা মুসলিম। দুই ধর্মের অবৈধ সম্পর্কের রচনার কারণে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে রচনা করেন 'রায়নন্দিনী' যেখানে নায়ক মুসলমান এবং নায়িকা হিন্দু।

উপন্যাস: রায়নন্দিনী, ফিরোজা বেগম, তারাবাঈ, নূরুদ্দীন।

বাঙালি মুসলমানদের নবজাগরণ ও সংঘবদ্ধতার বাণী প্রচার করতে গিয়ে মুসলিম সমাজপ্রীতি তাঁর উপন্যাসে উগ্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

কাব্য: অনল প্রবাহ (১৮৯৯), স্পেনবিজয়' (১৯১৪), মহাশিক্ষা, আকাঙ্ক্ষা, উচ্ছ্বাস, উদ্বোধন, প্রেমাঞ্জলি।

অনলপ্রবাহ: এটি জাতীয় জাগরণমূলক কাব্য। একে কবির জীবনভাষ্যরূপে আখ্যায়িত করা হয়। এতে কবি মুসলমানদের অধঃপতন ও দুরবস্থার পাশাপাশি ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও রোষ প্রকাশ করেছেন। কাব্যগ্রন্থটিতে ইংরেজ বিরোধী ভাব তীব্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে বলে ব্রিটিশ সরকার বইটি বাজেয়াপ্ত করেছিল।

জহির রায়হান (১৯৩৩-১৯৭২)

তাঁর পরিচিতিমূলক তথ্য:

জহির রায়হান ১৯৩৫ সালের ১৯ আগস্ট, নোয়াখালী জেলার মজুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ। শহীদুল্লা কায়সারের আপন ভাই ছিলেন জহির রায়হান। তিনি মূলত একজন কথাশিল্পী ও চলচ্চিত্র পরিচালক। জহির রায়হান ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি মিরপুরে নিখোঁজ ভাই শহিদুল্লাহ কায়সারকে খুঁজতে গিয়ে আর বাসায় ফিরে আসেননি।

তাঁর পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যকর্ম:

তার উপন্যাস:

★ **শেষ বিকেলের মেয়ে:**
- প্রকাশকাল– ১৯৬০ খ্রি.
- এটি তাঁর প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস।
- এটি একটি রোমান্টিক প্রেমের উপাখ্যান।

★ **হাজার বছর ধরে:**
- প্রকাশকাল– ১৯৬৪ খ্রি.
- মূল বিষয়– আবহমান বাংলার জীবন ও জনপদ।
- উপন্যাসটির জন্য তিনি ১৯৬৪ সালে 'আদমজী সাহিত্য' পুরস্কার পান।
- এই উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্র জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পায়।
- চলচ্চিত্রটির পরিচালক কোহিনুর আক্তার সূচন্দা।

★ **আরেক ফাল্গুন:**
- প্রকাশকাল– ১৯৭০ খ্রি. (১৩৭৭ বঙ্গাব্দ)
- এই উপন্যাসটি ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত।

★ **আর কত দিন:**
- প্রকাশকাল– ১৯৭০ খ্রি. (১৩৭৭ বঙ্গাব্দ)।
- এ উপন্যাসে ইভা ও তপু হলো শান্তি ও ভালোবাসার মূর্ত প্রতীক।
- এ উপন্যাসের উপজীব্য– শান্তি ও ভালোবাসার জন্য মানুষের চিরন্তন অন্বেষা।

তৃষ্ণা (১৯৫৫), বরফ গলা নদী (১৬৬৯), একুশে ফেব্রুয়ারি, কয়েকটি মৃত্যু (১৯৭৫)।

তার গল্পসমগ্র:

★ **সূর্যগ্রহণ:**
- প্রকাশিত হয় ১৩৬২ বঙ্গাব্দে
- ৫২'র ভাষা আন্দোলনে নিহত তসলিম নামক যুবকের কাহিনি এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

★ **একুশের গল্প:**
- এ গল্পের মূল উপজীব্য হলো– ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন।
- এই গল্পের কিছু উক্তি–
  যদিও একটু আধটু তন্দ্রা আসে, তবু অন্ধকারে হঠাৎ ওর দিকে চোখ পড়লে গা হাত পা শিউরে ওঠে।
  'তপুকে আবার ফিরে পাবো, একথা ভুলেও ভাবিনি কোনোদিন।'

★ **পোস্টার**

★ **ইচ্ছার আগুন জ্বলছি**

★ **সময়ের প্রয়োজনে।**

তার চলচ্চিত্র:

★ **সূর্যগ্রহণ:** ১৯৭০ সালে ভাষা আন্দোলনের উপর নির্মিত।

★ **সঙ্গম:**
- এটি বাংলাদেশের প্রথম রঙ্গিন চলচ্চিত্র।
- চলচ্চিত্রটি নির্মিত হয় ১৯৬৪ সালে।

★ **Stop Genocide:** পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যার প্রামান্যচিত্র।

★ **Let There be light:** এটি একটি প্রামাণ্যচিত্র।

তাঁর অন্যান্য লেখা: কখনো আসেনি (১৯৬১), বেহুলা (১৯৬৬), সোনার কাজল (১৯৬২), আনোয়ারা (১৯৬৭), কাঁচের দেয়াল (১৯৬৩), বাহানা (১৯৬৪)।

পুরস্কার: বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৪), একুশে পদক (১৯৭১), স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৯২), আদমজী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৪), মরণোত্তর সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭২)।

তাঁর সম্পর্কিত আরো গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি–

- জহির রায়হানের প্রথম চলচ্চিত্র– কখনো আসেনি।
- জহির রায়হানের ডাক নাম– জাফর।
- জহির রায়হান নাম দেন– কমরেড মনি সিং।
- 'Bangladesh Liberation Council of Intelligensia' এর সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন– ১৯৭১ সালে।
- বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক বলা হয়– জহির রায়হানকে।
- তিনি যে পত্রিকার সম্পাদনা ও প্রকাশনার সাথে যুক্ত ছিলেন– সাহিত্য মাসিক প্রবাহ এবং সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস পত্রিকা।
- যে অভিজ্ঞতার ফলে জহির রায়হান আরেক ফাল্গুন উপন্যাস রচনা করেন– বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও ১৯৫৫ সালে ২১ শে ফেব্রুয়ারি পালনের অভিজ্ঞতায়।
- জহির রায়হান রচিত উপন্যাসগুলোর ভাষা ছিল– ঋজু ও সাবলিল এবং কাব্যমণ্ডিত।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. জহির রায়হানের 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসের পটভূমিকা হলো–
ক. ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ
খ. বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন
গ. একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলন
ঘ. এর কোনটিই নয় — গ

২. 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?
ক. প্রমথ চৌধুরী — খ. আবু জাফর শামসুদ্দীন
গ. মুনীর চৌধুরী — ঘ. জহির রায়হান — ঘ

৩. 'জীবন থেকে নেয়া' চলচ্চিত্রটির পরিচালক ছিলেন-
ক. চাষী নজরুল ইসলাম — খ. আতাউর রহমান
গ. জহির রায়হান — ঘ. সুভাষ দত্ত — গ

৪. 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসটির কার রচনা?
ক. ফজল শাহাবুদ্দীন — খ. শঙ্কর
গ. আনিস চৌধুরী — ঘ. জহির রায়হান — ঘ

৫. Let there be Light কার প্রামাণ্য চিত্র?
ক. তারেক মাসুদ — খ. জহির রায়হান
গ. সুভাষ দত্ত — ঘ. আলমগীর কবির — খ

৬. 'স্পেন বিজয় কাব্য'র রচয়িতা কে?
ক. গোলাম মোস্তফা — খ. সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী
গ. নবীনচন্দ্র সেন — ঘ. শামসুদ্দিন আবুল কালাম — খ

৭. 'রায়নন্দিনী' কার রচনা?
ক. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — খ. ইসমাইল হোসেন সিরাজী
গ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — ঘ. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন — খ

৮. 'অনল প্রবাহ' রচনা করেন কে?
ক. মোজাম্মেল হক — খ. ইসমাইল হোসেন সিরাজী
গ. এয়াকুব আলী চৌধুরী — ঘ. মুনিরুজ্জামান — খ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)

তিরিশোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি অবিস্মরণীয় নাম। তাঁর গল্প ও উপন্যাসগুলো স্বতন্ত্র ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। বিজ্ঞানমনস্ক এ লেখক মানুষের মনোজগৎ তথা অন্তর্জীবনের রূপকার হিসেবে সার্থকতা দেখিয়েছেন। শরৎচন্দ্র ও কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের পর বাংলা সাহিত্যে বস্তুতান্ত্রিকতা ও মনোবিশ্লেষণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্রগণ্য।

- ✓ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯ মে, ১৯০৮ সালে বিহারের সাঁওতাল পরগনার দুমকা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস- মুন্সীগঞ্জের বিক্রমপুরের মালবদিয়া গ্রাম।
- ✓ তাঁর পিতৃপ্রদত্ত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ডাক নাম মানিক। জন্মপঞ্জিকায় নাম অধরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
- ✓ তিনি প্রথমদিকে ফ্রয়েডীয়, পরবর্তীতে মার্কসিজম মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। মার্কসবাদী ঔপন্যাসিক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।
- ✓ তিনি ১৯৪৪ সালে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করে সদস্যপদ লাভ করেন।
- ✓ তিনি 'নবারুণ' পত্রিকার সম্পাদক ও 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার সহসম্পাদক ছিলেন।
- ✓ লেখালেখিই ছিল তার প্রধান পেশা ও নেশা। এ জন্য তাকে 'কলম পেশা মজুর' বলা হয়।
- ✓ তিনি ৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৬ সালে মৃগী রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

প্রশ্ন: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত প্রথম প্রকাশিত গল্প কোনটি?
উত্তর: 'অতসী মামী' (বাংলা-১৩৩৫): এটি ডিসেম্বর, ১৯২৮ এবং জানুয়ারি, ১৯২৯ সালে পৌষ সংখ্যা 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ গল্পেই তিনি মানিক নামটি প্রথম ব্যবহার করেছেন।
ফলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাউনিতে প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নামটি ঢাকা পড়ে যায়।

ছোটগল্প	চরিত্র
আত্মহত্যার অধিকার	নীলমণি, শ্যামা।
প্রাগৈতিহাসিক	ভিখু, পাঁচি, বৈকুণ্ঠ সাহা।
সরীসৃপ	চারু, বনমালী, পরী।
কুষ্ঠরোগী বৌ	যতীন, মহাশ্বেতা।
আজকাল পরশুর গল্প	মুক্তা, রামপদা।
ছোট বকুলের যাত্রী	দিবাকর, আন্না।
সমুদ্রের স্বাদ	নীলা, অনাদি।

প্রশ্ন: মানিকের উপন্যাসসমূহ কী কী?
উত্তর: 'জননী' (১৯৩৫): এটি তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাস। এটি নারীর জননী-জীবনের নানা স্তর এবং সন্তানের সঙ্গে জননীর সম্পর্কের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস। চরিত্র: শ্যামা।
'পদ্মা নদীর মাঝি' (১৯৩৬): জেলেদের দৈনন্দিন জীবনের চালচিত্র এর উপজীব্য। **চরিত্র:** কুবের, কপিলা, মালা, হোসেন মিয়া। উর্দু কবি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের চিত্রনাট্য ১৯৫৮ সালে এ.জে কারদার পরিচালিত উর্দু ছবি 'জাগো হুয়া সাবেরা' নামে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। এটি নিয়ে গৌতম ঘোষ ১৯৯২ সালে 'পদ্মা নদীর মাঝি' নামে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন।

উপন্যাস	চরিত্র
পুতুলনাচের ইতিকথা	শশী, কুসুম, কুমুদ, মতি।
দিবারাত্রির কাব্য	হেরম্ব, আনন্দ।
অহিংসা	বিপিন, সদানন্দ, মহেশ চৌধুরী, মাধবী।
শহরতলী	যশোদা, মতি, সুধীর, জগৎ, ধনঞ্জয়।
অমৃতস্য পুত্রা	বীরেশ্বর, শ্যামলাল, অনুপম।
পদ্মানদীর মাঝি	কুবের, কপিলা, মালা, রাসু।
জননী	শ্যামা, শীতল।

'পুতুলনাচের ইতিকথা' (১৯৩৬): কলকাতার এক সাধারণ গ্রাম গাওদিয়া, তার সাধারণ মানুষ নিয়ে এ উপন্যাসের পটভূমি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অন্তর্গত টানাপোড়েন ও অস্তিত্ব সংকট শশী চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত। লোকায়ত ভাষায় প্রেম নিবেদন করে কুসুম, কিন্তু শশীর কাছ থেকে সাড়া না পাওয়ায় তার আত্মিক মৃত্যু ঘটে। এ উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্র ক্রিয়াশীল থাকলেও তারা চারিত্রিক দৃঢ়তা নিয়ে দাঁড়াতে পারেনি, পুতুলের মতো অন্যের অল্প ধাক্কাতেই চালিত হয়েছে। এটি মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস।

চরিত্র: শশী, কুসুম।

'অমৃতস্য পুত্রা' (১৯৩৮): এটি পারিবারিক ও দাম্পত্য সমস্যামূলক উপন্যাস।

'শহরতলী' (১৯৪০): নিম্ন মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকশ্রেণির মানুষের জীবনের কাহিনি ও সেই সাথে প্রবৃত্তির নিরাবরণ প্রকাশ, মানুষের আচরণের বলিষ্ঠতা ও কপটতা, ঈর্ষার রূপায়ণ এ উপন্যাসের মূল সুর।

'অহিংসা' (১৯৪১): মানুষ যে অজ্ঞাতসারে অনেক অহিংস কাজ করে অথবা হিংসার সাথে অহিংসা যে মানুষের মধ্যে জড়িত থাকতে পারে, এটি নিয়েই উপন্যাসের কাহিনি বিস্তৃত।

'আরোগ্য' (১৯৫৩): 'সামাজিক কারণেই মানুষ মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়' এ তত্ত্বকে ধারণ করেই তিনি রচনা করেন এ উপন্যাসটি।

অন্যান্য উপন্যাস:

'দিবারাত্রির কাব্য' (১৯৩৫), 'শহরবাসের ইতিকথা' (১৯৪৬), 'চিহ্ন' (১৯৪৭), 'চতুষ্কোণ' (১৯৪৮), 'জীয়ন্ত' (১৯৫০), 'সোনার চেয়ে দামী' (১৯৫১), 'স্বাধীনতার স্বাদ' (১৯৫১), 'ইতিকথার পরের কথা' (১৯৫২), 'আরোগ্য' (১৯৫৩), 'হরফ' (১৯৫৪), 'হলুদ নদী সবুজ বন' (১৯৫৬), 'মাশুল' (১৯৫৬)।

প্রশ্ন: 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উত্তর: পদ্মা তীর পরবর্তী ধীবর-জীবনকে ভিত্তি করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেন বিখ্যাত উপন্যাস 'পদ্মা নদীর মাঝি' (১৯৩৬)। যৌবনাকাঙ্ক্ষার সাথে উদরপূর্তির সমস্যার ভিত্তিতে তিনি এ উপন্যাসটি রচনা করেন। উপন্যাসটি ১৯৩৪ সাল থেকে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কুমিল্লার 'পূর্বাশা' পত্রিকায় ধারবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। প্রকৃতি ও মানুষের হাতে নির্যাতিত পদ্মা তীরবর্তী কেতুপুর গ্রামের ধীবর সম্প্রদায়ের ছোট ছোট সুখ-দুঃখ, ভালোবাসা, হিংসা, অসহায়তা ও আত্মরক্ষার তীব্র জৈবিক ইচ্ছার কাহিনি, গরীব মানুষের বেঁচে থাকার আগ্রহ ও সাহস, সেই সাথে হোসেন মিয়া নামক এক রহস্যময় ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি এ উপন্যাসটির মূল বিষয়।

প্রশ্ন: মানিকের গল্পগ্রন্থসমূহ কী কী?

উত্তর: 'অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প' (বাংলা-১৩৩৫), 'প্রাগৈতিহাসিক' (১৯৩৭), 'মিহি ও মোটা কাহিনি' (১৯৩৮), 'সরীসৃপ' (১৯৩৯), 'সমুদ্রের স্বাদ' (১৯৪৩), 'বৌ' (১৯৪৩), 'ভেজাল' (১৯৪৪), 'হলুদ পোড়া' (১৯৪৫), 'আজকাল পরশুর গল্প' (১৯৪৬), 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' (১৯৪৯), 'ফেরিওয়ালা' (১৯৫৩)।

প্রশ্ন: মানিকের অন্যান্য রচনাবলি কী কী?

উত্তর: গল্প: 'প্রাগৈতিহাসিক' (চরিত্র: ভিখু, পাঁচি), 'আত্মহত্যার অধিকার'।

প্রবন্ধ: 'লেখকের কথা' (১৯৫৭)।

নাটক: 'ভিটেমাটি' (১৯৪৬)।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

০১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোনটি দ্বারা প্রভাবিত?
ক. রোমান্টিসিজম খ. ক্লাসিসিজম
গ. মার্কসিজম ঘ. পোস্ট মর্ডানিজম **গ**

০২. প্রবোধকুমার কোন সাহিত্যিকের প্রকৃত নাম?
ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খ. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. বুদ্ধদেব বসু **ক**

০৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস কোনটি?
ক. জননী খ. ময়ূরকণ্ঠী
গ. রাতের সমুদ্র ঘ. অরণ্যের সুর **ক**

০৪. 'পদ্মানদীর মাঝি' কার লেখা?
ক. মুনীর চৌধুরী খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় **খ**

০৫. 'পদ্মা নদীর মাঝি' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত একটি–
ক. উপন্যাস খ. ভ্রমণকাহিনি
গ. রম্যরচনা ঘ. নাটক **ক**

০৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসটির প্রকাশকাল–
ক. ১৯৩৬ খ. ১৯১৩
গ. ১৯২৬ ঘ. ১৯৪৬ **ক**

০৭. 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের উপজীব্য হলো–
ক. চরবাসীদের দুঃখী জীবন খ. জেলে জীবনের বিচিত্র সুখ দুঃখ
গ. চাষী জীবনের করুণ চিত্র ঘ. মাঝি-মাল্লার সংগ্রামশীল জীবন **খ**

০৮. 'পুতুলনাচের ইতিকথা' কার রচনা?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় **খ**

০৯. 'দিবারাত্রির কাব্য' কার লেখা উপন্যাস?
ক. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় খ. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় **ঘ**

১০. 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গ্রন্থটির রচয়িতা–
ক. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় **খ**

১১. 'আত্মহত্যার অধিকার' কার লেখা?
ক. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **খ**

১২. 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের রচয়িতা কে?

ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. আবু জাফর শামসুদ্দীন ঘ. শওকত ওসমান **ক**

১৩. 'দিবারাত্রি'-র কাব্য একটি–

ক. উপন্যাস খ. কবিতার বই
গ. বাড়ির নাম ঘ. নাটক **ক**

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)

প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের পরবর্তী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর রচিত সাহিত্য মধুর ও কাব্যধর্মী ভাষায় অখণ্ড ও অবিচ্ছিন্ন সত্তায় ধারণ করেছে প্রকৃতি ও নিম্নশ্রেণির মানবজীবন। তাঁর ছোটগল্পগুলোর মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়েছে গীতিকবির ব্যক্তিত্ব।

- ✓ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে চব্বিশ পরগনার মুরারিপুর গ্রামে (মাতুলালয়) জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস চব্বিশ পরগনার ব্যারাকপুর গ্রামে।
- ✓ তিনি 'চিত্রলেখা' (১৯৩০) পত্রিকা এবং হেমন্তকুমার গুপ্তের সাথে 'দীপক' (১৯৩০), পত্রিকা সম্পাদন করেন।
- ✓ ১৯২১ সালে প্রবাসী পত্রিকায় 'উপেক্ষিত' নামক গল্প প্রকাশের মাধ্যমে সাহিত্যিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।
- ✓ তিনি ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৫০ সালে (১৫ কার্তিক, ১৩৫৭) বিহারের ঘাটশীলায় মারা যান।

প্রশ্ন: তাঁর রচিত উপন্যাসসমূহ কী কী?

উত্তর: 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯): এটি তাঁর প্রথম ও শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এটি ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় অনূদিত। মূল চরিত্র: অপু, দুর্গা। উপন্যাসটি তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা: বল্লালী বালাই, আম আঁটির ভেঁপু ও অক্রুর সংবাদ। সত্যজিৎ রায় এ উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন।

'অপরাজিত' (১৯৩১): এটিকে 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড বলা হয়। উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে মাসিক 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয় ১৯৩১ সালে (১৩৩৮)। 'আলোক সারথী' নামে এ উপন্যাসটির প্রথম নামকরণ করা হয়েছিল। উপন্যাসের নায়ক অপুর শৈশব ও কৈশোর জীবন, মা সর্বজয়ার মৃত্যু, অপর্ণার সাথে বিবাহ ও শিশুপুত্র কাজলের মাধ্যমে পুনরায় প্রিয় শৈশবের প্রিয় গ্রাম নিশ্চিন্দিপুরের স্মৃতিমন্থন এ উপন্যাসের মূল কাহিনি। অপরাজিত উপন্যাসের একটি অংশ নিয়েই সত্যজিৎ রায় 'অপুর সংসার' সিনেমা তৈরি করেছেন।

'দৃষ্টিপ্রদীপ' (১৯৩৫): অবাস্তব ও অধিবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি এর কাহিনি।

'আরণ্যক' (১৯৩৮): এ উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে অরণ্যচারী মানুষের জীবন। ভাগলপুরের নিকটবর্তী বনাঞ্চলের মানুষের জীবনের সাথে প্রকৃতির সম্পর্কের টানাপোড়েন, বিচিত্র চরিত্র, তাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আনন্দ এ উপন্যাসের মূল কাহিনি।

'আদর্শ হিন্দু হোটেল' (১৯৪০): এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হাজারী ঠাকুরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে প্রতিষ্ঠা লাভ এবং মানুষের ভালোবাসা অর্জনের কাহিনিই এ উপন্যাসের মূল বিষয়।

'অনুবর্তন' (১৯৪২): বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তি অভিজ্ঞতার রূপায়ণ এ উপন্যাস। গ্রামের মানুষের মধ্যে সামান্য স্বার্থ নিয়ে দলাদলি এবং পরিণামে ট্র্যাজিক পরিণতিই এ উপন্যাসের মূল সুর।

'দেবযান' (১৯৪৪) : এটি প্রেমতত্ত্ব ও পরলোকতত্ত্ব ভিত্তিক উপন্যাস। অবাস্তব ও অধিবাস্তব দৃষ্টি ভঙ্গি এর কাহিনি ও চরিত্রবিন্যাসের নিয়ামক।

'ইছামতি' (১৯৪৯) : ইছামতি নদীর তীরবর্তী গ্রামে প্রচলিত সংস্কার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে নারী জাগরণ, ইংরেজ শাসকদের প্রভাবে কৃষিনির্ভর বাঙালির বাণিজ্য চেতনা এবং নীলচাষের প্রতিবাদ, নদীর তীরবর্তী মানুষের জীবনকথা এ উপন্যাসের আলেখ্য। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এ উপন্যাসের জন্য 'রবীন্দ্র পুরস্কার' (মরণোত্তর) লাভ করেন।

[বাজারের অন্যান্য বইয়ে উপন্যাসটির প্রকাশকাল দেওয়া হয়েছে ১৯৫০। কিন্তু 'বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান' এ দেওয়া হয়েছে ১৯৪৯।]

'অশনি সংকেত' (১৯৫৯): এ উপন্যাসটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে সৃষ্ট পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে রচিত। এটি ধারাবাহিকভাবে মাতৃভূমি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

[বাজারে প্রচলিত বইয়ে বলা হয়েছে যে, ঋত্বিক ঘটক এ উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। প্রকৃতপক্ষে সত্যজিৎ রায় এ উপন্যাস অবলম্বনে ১৯৭৩ সালে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। এ চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য বাংলাদেশের চিত্রনায়িকা ববিতাকে চলচ্চিত্রে ডক্টরেট ডিগ্রি দেয়া হয়।]

'বিপিনের সংসার' (১৯৪১), 'দম্পতি' (১৯৫২)।

পথের পাঁচালী (উপন্যাস)	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
পথের দাবী (উপন্যাস)	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রশ্ন: 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উত্তর: বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯)। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'বিচিত্রা' পত্রিকায়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় সজনীকান্ত দাসের রঞ্জন প্রকাশনালয়, কলকাতা থেকে। ভাগলপুরে চাকরি করার সময় তিনি এ উপন্যাস রচনা করেন। এ উপন্যাসের পটভূমিতে আছে বাংলাদেশের গ্রাম ও পরিচিত মানুষের জীবন। বল্লালী বালাই, আমআঁটির ভেঁপু ও অক্রুর সংবাদ নামে তিনটি ভাগে বিভক্ত এ উপন্যাস। 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের প্রধান অংশই হলো একটি শিশুর চৈতন্যের জাগরণ, প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে শিশুর বেড়ে ওঠা। মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে তাদের পরিচয়। বিশ শতকের শুরুর দিকে বাংলার এক প্রত্যন্ত গ্রামে অপু, অপুর বাবা হরিহর রায়, মা সর্বজয়া, বোন দুর্গা ও দূর সম্পর্কের পিসি ইন্দির ঠাকরুন নিয়ে তাদের জীবন যাত্রার কথাই এই উপন্যাসের মূখ্য বিষয়। দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রাম করে তাদের দিন কাটে। অপু ও দুর্গার মধ্যে খুবই ভাব। তারা কখনো চুপচাপ গাছতলায় বসে থাকে, আবার কখনো মিঠাইওয়ালার পিছে পিছে ছোটে, কখনো ভ্রাম্যমান বায়োস্কোপ দেখে। একদিন তারা বাড়িতে না বলে ট্রেন দেখার জন্য অনেক দূরে চলে যায়। কাজের আশায় অপুর বাবা শহরে গেলে তাদের অভাব বেড়ে যায়। এর মধ্যে বৃষ্টিতে ভিজে দুর্গার জ্বর হয় এবং চিকিৎসার অভাবে দুর্গা মারা যায়। পরে হরিহর বাড়ি ফিরে এলে জীবিকার সন্ধানে পৈতৃক ভিটা ছেড়ে কাশীর পথে যাত্রা শুরু করে। কাশীতে গিয়ে বসবাস শুরু করার কিছুদিন পর হরিহর মারা গেলে মা সর্বজয়া অন্যের বাড়িতে রান্নার কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু অপুর মন পড়ে থাকে নিশ্চিন্দিপুরে। উল্লেখযোগ্য চরিত্র: অপু, দুর্গা, সর্বজয়া, ইন্দির ঠাকরুন। এ উপন্যাসটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, 'এই বইখানিতে পেয়েছি যথার্থ গল্পের স্বাদ। এ থেকে শিক্ষা হয়নি কিছুই। দেখা হয়েছে অনেক যা পূর্বে এমন করে দেখা দেখিনি।'

প্রশ্ন: 'অপরাজিত' উপন্যাস সম্পর্কে লিখুন:

অপরাজিত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনবদ্য সৃষ্টি। এই উপন্যাসের প্রধান পটভূমি কলকাতা।

কলকাতার কলেজ-জীবনে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত লড়াই করতে হয়েছে অপুকে। এখানে জীবনের দাবি ক্রমশ তীব্রতর হয়েছে, জীবন হয়ে উঠেছে সংগ্রাম মুখর। অপু ও তার সহপাঠীদের চরিত্রের মধ্য দিয়ে শিল্পী কলকাতা শহরের বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের একটা গোটা প্রজন্মের মানচিত্র উপস্থিত করেছেন। এর ঠিক পরবর্তী স্তরে অপুর জীবনে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল– তার মায়ের মৃত্যু ও তার বিয়ে। অপু অপর্ণার সাহচর্যে একটা ক্ষণস্থায়ী শান্তির নীড় রচনার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু অপর্ণার আকস্মিক মৃত্যু তার মনকে শূন্যতার পাষাণ ভারে অভিভূত করেছে। শিল্পীর সমগ্র শিল্পী-সত্তা যেন অপু চরিত্রের মধ্যে প্রতিফলিত। অপুর জীবনবোধ বিকাশের জন্য অপর্ণা, লীলা এরা সবাই উপন্যাসে পদচারণ করেছে।

'পথের পাঁচালী'তে অপুর যে চেতনার প্রসার যে চেতনা নিশ্চিন্দিপুরের পল্লিজগৎ কে নিয়ে। অপরাজিত যে পথের জীবন সংগীত, সে পথ শহরের পথ, সংগ্রামের পথ। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অপু জীবনকে পেয়েছে বলেই এর নাম অপরাজিত। এখানে অপু অনেক পরিবর্তিত। তার মা সর্বজয়ারও মনে হয়েছে: "পুরাতন অপু যেন আর নেই। অপু তো এরকম মাথা পিছনের দিকে হেলাইয়া কথা বলিত না? সে তো পকেটে হাত পুরিয়া এভাবে সোজা হইয়া দাঁড়াইত না।"

প্রশ্ন: 'অশনি সংকেত' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উত্তর: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের করুণ ফল ১৩৫০ বঙ্গাব্দের দুর্ভিক্ষ। আর এ দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস কিভাবে শান্ত প্রকৃতির আবহমান গ্রাম বাংলায় প্রভাব বিস্তার করে, তারই নিখুঁত চিত্রের বর্ণনা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অশনি সংকেত' (১৯৫৯) উপন্যাস। উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে ১৯৪৪-৪৬ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে মাসিক 'মাতৃভূমি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের গ্রাম ব্যারাকপুর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এবং বনগ্রাম মহকুমা শহর এ উপন্যাসের ক্ষেত্রভূমি। অতিরিক্ত মুনাফার লোভে বাঙালি কৃষিজীবীরা কেমন হন্যে হয়ে উঠেছিল, তারই প্রামাণ্য চিত্র এ উপন্যাস। 'অনঙ্গবৌ' নামের চরিত্রটি বাঙালির প্রতিদিনের সুখ-দুঃখময় সংসারেও খুঁজে পাওয়া যায়।

আরণ্য জনপদে (প্রবন্ধ)	আবদুস সাত্তার
আরণ্য সংস্কৃতি (প্রবন্ধ)	আবদুস সাত্তার
আরণ্যক (উপন্যাস)	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রশ্ন: বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যান্য রচনাবলি কী কী?

উত্তর: ছোটগল্প: 'মেঘমাল্লার' (১৯৩১), 'মৌরীফুল' (১৯৩২), 'যাত্রাবদল' (১৯৩৪), 'কিন্নর দল' (১৯৩৮), পুঁইমাচা'।

আত্মজীবনী: 'তৃণাঙ্কুর' (১৯৪৩)

ভ্রমণকাহিনি: 'অভিযাত্রিক', 'বনে পাহাড়ে', 'হে অরণ্য কথা কও'।

প্রশ্ন: 'গোরক্ষিণী সভা' কী?

উত্তর: ১৮৯৩ সালে ভারতে গরু রক্ষার জন্য যে মিশন শুরু হয় তাকে 'গোরক্ষিণী সভা' বলে। এ সভার প্রতিষ্ঠাতা মহারাষ্ট্রের সাম্প্রদায়িক নেতা গঙ্গাধর তিলক। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'গোরক্ষিণী সভা'র ভ্রাম্যমান প্রচারক হিসেবে বাংলা, আসাম, ত্রিপুরা ও আরাকানের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করে এর পক্ষে জনমত তৈরি করেন।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

০১. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পথের পাঁচালী' একটি–
ক. নাটক খ. ভ্রমণকাহিনি
গ. গল্প ঘ. উপন্যাস **ঘ**

০২. 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের রচয়িতা–
ক. প্যারীচাঁদ মিত্র খ. বনফুল
গ. সত্যজিৎ রায় ঘ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় **ঘ**

০৩. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'র প্রকাশকাল–
ক. ১৯১৯ খ. ১৯২৯
গ. ১৯৩৯ ঘ. ১৯৪৯ **খ**

০৪. 'অপরাজিত' উপন্যাসের লেখক–
ক. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. শহীদুল্লা কায়সার ঘ. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় **ক**

০৫. 'আরণ্যক' কার রচনা?
ক. বুদ্ধদেব বসু খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় **ঘ**

০৬. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস কোনটি?
ক. পদশব্দ খ. আরণ্যক
গ. রজনী ঘ. অসম বৃক্ষ **খ**

০৭. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস কোনটি?
ক. ইছামতি খ. ময়ূরকণ্ঠী
গ. ধূপছায়া ঘ. সংকর সংকীর্তন **ক**

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)

তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'হাসুলী বাঁকের উপকথা'। তাঁর ত্রয়ী উপন্যাসগুলো হলো গণদেবতা, ধাত্রীদেবতা, পঞ্চগ্রাম। তাঁর আরও কয়েকটি উপন্যাস হলো- চৈতালী ঘূর্ণি, কালিন্দী, কবি, আরোগ্য নিকেতন প্রভৃতি।

তাঁর রচিত ছোটগল্পগুলো হলো জলসাগর, রসকলি, বেদেনী, ডাক হরকরা।

ছোটগল্প: জলসাঘর (১৯৩৭), বেদেনী (১৯৪০), পাষাণপুরী, নীলকণ্ঠ, ছলনাময়ী।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' কার লেখা?
ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় **গ**

২. মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস কোনটি?
ক. একটি কালো মেয়ের কথা খ. তেইশ নম্বর তৈলচিত্র
গ. আয়নামতির পালা ঘ. ইছামতী **ক**

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১)

উপন্যাস: লালসালু (১৯৪৮), চাঁদের অমাবস্যা (১৯৬৪), কাঁদো নদী কাঁদো (১৯৮৬৮)।

✪ **লালসালু:** সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ প্রথম 'লালসালু' (১ম প্রকাশ ১৯৪৮, ২য় প্রকাশ ১৯৬০) উপন্যাস লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বাংলাদেশের সাহিত্যে যে সব উপন্যাস প্রবল আলোড়ন তুলতে সমর্থ হয়েছে 'লালসালু' তাদের মধ্যে অন্যতম। গ্রামীণ জীবনের পটভূমিতে এ উপন্যাস রচিত। ধর্মের নামে স্বার্থান্ধ মানুষের কার্যকলাপ এখানে রূপলাভ করেছে। গ্রাম-বাংলার বাস্তব চিত্র অঙ্কনে এ উপন্যাসটি অত্যন্ত মূল্যবান। এ উপন্যাসে ধর্মীয় ভণ্ডামির নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। 'মজিদ' লালসালু উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। ধর্মকে ব্যবহার করে মজিদ কীভাবে গ্রামের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করল এবং ধর্মব্যবসার ভিত্তি রচনা করল- এটাই 'লালসালু' উপন্যাসের উপজীব্য।

চরিত্র: মজিদ, খালেক ব্যাপারী, জমিলা, রহিমা, হাসুনীর মা, আক্কাস।

✪ কাঁদো নদী কাঁদো : ১৯৬৮ সালে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত চেতনা প্রবাহরীতির একটি উপন্যাস।

বৈশিষ্ট্য: আঙ্গিক প্রকরণে পাশ্চাত্যের প্রভাব থাকলেও এর সমাজজীবন, পরিবেশ ও চরিত্রাদি স্বদেশীয়। শুকিয়ে যাওয়া বাকাল নদীর প্রভাবতাড়িত কুমুরডাঙ্গার মানুষের জীবনচিত্র এতে অঙ্কিত হয়েছে।

চরিত্র ও বিষয়বস্তু: তবারক ভুইয়া নামে এক স্টিমারযাত্রীর মুখে বিবৃত কুমুরডাঙ্গার ছোট হাকিম মুহাম্মদ মুস্তফার জীবনালেখ্য ও জীবনের ইতিকথা এর বিষয়বস্তু।

✪ 'চাঁদের অমাবস্যা' মনোসমীক্ষণমূলক উপন্যাস।

ছোটগল্প :

খ্যাতনামা সাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর দুটি গল্পগ্রন্থে বিশেষ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর বেশিরভাগ গল্পে গ্রামবাংলার ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারের বাস্তবসম্মত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। গল্পসমূহে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ লক্ষণীয়। বাংলা সাহিত্যে তাঁর গল্পসমূহ শৈল্পিক বিচারে বিশিষ্টতার দাবিদার।

নয়নচারা (১৯৫১) (চরিত্র : আমু), না কান্দে বুবু, দুই তীর ও অন্যান্য গল্প (১৯৬৫) ইত্যাদি।

নাটক: তরঙ্গভঙ্গ, বহিপীর, উজানে মৃত্যু, সুড়ঙ্গ। 'বহিপীর' তাঁর পুরস্কারপ্রাপ্ত নাটক।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৪)

তিনি সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি দৈনিক মোহাম্মদী, সওগাত ও দৈনিক আজাদ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি প্রথম ভাষা শহীদ মিনার উদ্বোধন করেন ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২।

সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৮-১৯৭৫)

রূপক নাটক : শকুন্ত উপাখ্যান (১৯৫৮)।

ঐতিহাসিক নাটক : সিরাজউদ্দৌলা (১৯৬৫)।

জীবনী নাটক : মহাকবি আলাওল (১৯৬৫)।

আল মাহমুদ (১৯৩৬-২০১৯)

তাঁর পরিচিতিমূলক তথ্য:

আল মাহমুদ ১৯৩৬ সালের ১১ই জুলাই ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মোড়াইল গ্রামের মোল্যা বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাংবাদিক হিসেবে কর্ম জীবন শুরু করেন। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পরিচালকের পদও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। আল মাহমুদের প্রকৃত নাম মীর আবদুস শাকুর আল মাহমুদ। তিনি ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে ৮২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

তাঁর পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যকর্ম:

- **কাব্যগ্রন্থ:** লোক লোকান্তর (১৯৬৩), কালের কলস (১৯৬৬), সোনালী কাবিন (১৯৭৩), বখতিয়ারের ঘোড়া (১৯৮৪), আরব্য রজনীর রাজহাঁস (১৯৮৬), একচক্ষু হরিণ (১৯৮৯), পাখির কাছে, ফুলের কাছে (১৯৮০), প্রেমের কবিতা (২০০২), মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো (১৯৬৯), মিথ্যাবাদী রাখাল, দোয়েল ও দয়িতা, হৃদয়পুর (১৯৯৫), তুমি তৃষ্ণা, তুমিই পিপাসা, অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না (১৯৮০)।
- **উপন্যাস:** ডাহুকী (১৯৯২), কবি ও কোলাহল (১৯৯৩), কাবিলের বোন (২০০১), নিশিন্দা নারী, আগুনের মেয়ে (১৯৯৫), পুরুষ সুন্দর (১৯৯৪), উপমহাদেশ (১৯৯৩), পুত্র (২০০০), দিন যাপন, তুষের আগুন, যে সুখ দুঃখের অধিক, চেহারার চতুরঙ্গ (২০০০)।
- **গল্প:** পানকৌড়ির রক্ত (১৯৭৫), সৌরভের কাছে পরাজিত (১৯৮৩), গন্ধবণিক (১৯৮৬), ময়ূরীর মুখ (১৯৯৪)।
- **প্রবন্ধ:** কবির আত্মবিশ্বাস, দিনযাপন (১৯৯০), কবিতার বহুদূর (১৯৯৭), নারী নিগ্রহ (১৯৯৭)।
- **পুরস্কার:** বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৮), লেখকসংঘ পুরস্কার (১৯৮০), ফিলিপ্স সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৬), একুশে পদক (১৯৮৭), নাসির উদ্দিন স্বর্ণপদক (১৯৯০)।

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যবলি–

- আল মাহমুদের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস– উপমহাদেশ।
- 'আমার বুকের ভেতর ধর্মের কল বাতাসে নড়ে ওঠে' এটি যার কথা– আল মাহমুদ।
- যে সময়ে তিনি 'দৈনিক গণকণ্ঠ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন– স্বাধীনতা-উত্তরকালে।
- 'গণকণ্ঠ' পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিল– জাসদ।
- 'সোনালী কাবিন'-এ যতটি সনেটের সমন্বয়ে একটি দীর্ঘ কবিতাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে– চৌদ্দটি।
- সোনালী কাবিনে যে ধরনের চিত্র ফুটে উঠেছে– বঞ্চিতের ক্ষোভ, শ্রমিকের ঘাম, কৃষকের পরিশ্রম গ্রামীণ আবহে ভেসে উঠেছে।
- তাঁর কবিতার বিশেষত্ব হলো– বাংলাদেশের লোকজ ঐতিহ্য ও লোকশব্দ ব্যবহারে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।
- প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস– ডাহুকী।
- প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ– লোক লোকান্তর (১৯৬৩)।
- প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্প– পানকৌড়ির রক্ত (১৯৭৫)।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. 'লালসালু' উপন্যাসটির লেখক কে?
ক. মুনীর চৌধুরী খ. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
গ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. শওকত আলী **খ**

২. 'লালসালু' উপন্যাসের উপজীব্য হলো-
ক. চাষী জীবনের করুণ চিত্র খ. নারীর বন্দীদশার করুণ চিত্র
গ. ধর্মীয় ভণ্ডামির নিখুঁত চিত্র ঘ. ধর্মীয় মূল্যবোধ বিস্তারের চিত্র **গ**

৩. 'সুড়ঙ্গ' নাটকটির রচয়িতা-
ক. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ খ. আসকার শাইখ
গ. শওকত ওসমান ঘ. শামসুল হক **ক**

৪. 'সোনালী কাবিন' কাব্যের রচয়িতা কে?
ক. হাসান হাফিজুর রহমান খ. আল মাহমুদ
গ. হুমায়ূন আজাদ ঘ. শক্তি চট্টোপাধ্যায় **খ**

৫. 'সোনালী কাবিন' কোন শ্রেণির রচনা?
ক. কাব্যগ্রন্থ খ. প্রবন্ধ গ্রন্থ
গ. গল্পগ্রন্থ ঘ. উপন্যাস **ক**

৬. 'বখতিয়ারের ঘোড়া' কোন শ্রেণীর রচনা?
ক. ইতিহাস খ. কাব্য
গ. উপন্যাস ঘ. রূপকথা **খ**

৭. 'কালের কলস'- কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা কে?
ক. আল মাহমুদ খ. শামসুর রাহমান
গ. শহীদ কাদরী ঘ. রফিক আজাদ **ক**

৮. কোনটি আল মাহমুদের গ্রন্থ নয়?
ক. বখতিয়ারের ঘোড়া খ. সোনালী কাবিন
গ. হেমলকের পেয়ালা ঘ. কালের কলস **গ**

আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩)

জন্ম: শিরঙ্গল গ্রাম, নড়িয়া, শরীয়তপুর।
উপন্যাস: সূর্যদীঘল বাড়ি (১৯৫৫), পদ্মার পলিদ্বীপ (১৯৮৬), জাল (১৯৮৮)।
গল্পগ্রন্থ : হারেম (১৯৬২), মহাপতঙ্গ (১৯৬৩)।
ছোটগল্প : জোঁক।
সম্পাদিত গ্রন্থ : সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান।

✪ 'সূর্যদীঘল বাড়ি' লেখকের বিখ্যাত উপন্যাস। এ উপন্যাসে পঞ্চাশের মন্বন্তর, দেশবিভাগ, স্বাধীনতার আনন্দ ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনা, গ্রামের দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে স্বার্থপর মানুষের অত্যাচার-প্রভৃতি ফুটে উঠেছে। এটি অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছিল। এর নির্মাতা ছিলেন শেখ নিয়ামত আলী মসীহউদ্দিন শাকের।

চরিত্র : জয়গুণ, হাসু, মায়মুন, শফি, ড. রমেশ চক্রবর্তী, মোড়ল গদু।

সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২)

সৈয়দ আলী আহসান ছিলেন কবি, শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী। তিনি ইকবাল ও ইলিয়ট এর নির্বাচিত কবিতার অনুবাদ করেন; একদিকে ইসলামি ভাব ও বিষয় নিয়ে, অন্যদিকে লেনিন ও সামাজিক প্রসঙ্গ নিয়ে কবিতা রচনা করেন। ভাববস্তুতে ঐতিহ্য সচেতনতা, সৌন্দর্যবোধ ও দেশপ্রীতি ছিল তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য। তিনি জাহাঙ্গীরনগর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ছিলেন।

√ সৈয়দ আলী আহসান ২৬ মার্চ, ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে যশোরের (বর্তমান মাগুরা) আলোকদিয়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
√ তিনি বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের ইংরেজি অনুবাদক।
√ মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিক হিসেবে 'চেনাকণ্ঠ' ছদ্মনামে পরিচিত ছিলেন।
√ তিনি বাংলা একাডেমির পরিচালক (১৯৬০-৬৬) ছিলেন।
√ ১৯৩৭ সালে আরমানিটোলা বিদ্যালয়ে পড়ার সময় স্কুল ম্যাগাজিনে 'The Rose' নামে একটি ইংরেজি কবিতা ছাপা হয়।
√ তিনি 'বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার' (১৯৬৭), 'একুশে পদক' (১৯৮৩), 'স্বাধীনতা পুরস্কার' (১৯৮৮) পান।
√ ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ সরকার তাকে 'জাতীয় অধ্যাপক' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।
√ তিনি ২৫ জুলাই, ২০০২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় মারা যান।

প্রশ্ন: তাঁর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো কী কী?

উত্তর: কাব্যগ্রন্থ: 'অনেক আকাশ' (১৯৫৯), 'একক সন্ধ্যায় বসন্ত' (১৯৬৪), 'সহসা সচকিত' (১৯৬৫), 'আমার প্রতিদিনের শব্দ' (১৯৭৪), 'উচ্চারণ' (১৯৬৮), 'সমুদ্রেই যাব' (১৯৮৭), 'রজনীগন্ধা' (১৯৮৮), 'প্রেম যেখানে সর্বস্ব'।

প্রবন্ধ: 'গল্পসঞ্চয়ন' (১৯৫৩)- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সহযোগে সংকলন সম্পাদনা, 'নজরুল ইসলাম' (১৯৫৪)- সমালোচনা গ্রন্থ, 'কবিতার কথা' (১৯৫৭), 'কবি মধুসূদন' (১৯৫৭), 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (১৯৫৬)- মুহম্মদ আবদুল হাই সহযোগে, 'সাহিত্যের কথা' (১৯৬৪), 'পদ্মাবতী' (১৯৬৮), 'মধুমালতি' (১৯৭২)।

অনুবাদগ্রন্থ: 'ইডিপাস' (১৯৬৩), 'হুইটম্যানের কবিতা' (১৯৬৫)।

শিশুকোষ: 'কখনো আকাশ' (১৯৮৪)।

আত্মজীবনী: 'আমার সাক্ষ্য' (১৯৯৪)।

অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৭)

তিনি ব্যক্তিগত জীবনে অধ্যাপনা করতেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন।
অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যসাধনা শুরু হয়েছিল ১৯২৭-এ 'বিচিত্রা' পত্রিকায়। কিন্তু ১৯৩০ পর্যন্ত তার কবিতা প্রধানত রবীন্দ্রানুসরণ। উত্তর-তিরিশে অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় পালাবদল তথা স্বাতন্ত্রের সূচনা। ১৯৩৮-এ প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'খসড়া'। এই গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আধুনিক কবিগাষ্ঠীতে অন্যতম কবি হিসাবে স্বীকৃতি পান।
গ্রন্থ সমালাচেনা হিসাবে বুদ্ধদেব বসু লিখলেন- 'বিস্ময়কর বই; খুলে পড়তে বসলে পাতায়-পাতায় মন চমকে ওঠে।'
'খসড়া'-র পরে ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয় 'একমুঠো' (১৯৩৯), 'মাটির দেওয়াল' (১৯৪২), 'অভিজ্ঞান বসন্ত' (১৯৪৩), 'দূরযানী' (১৯৪৪), 'পারাপার' (১৯৫৩), 'পালাবদল' (১৯৫৫), 'ঘরে ফেরার দিন' (১৯৬১), 'হারানো অর্কিড' (১৯৬৬), 'পুষ্পিত ইমেজ' (১৯৬৭), 'অমরাবতী' (১৯৭২), 'অমিয় চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৯৭৩), 'অনিঃশেষ' (১৯৭৬), 'নতুন কবিতা' (১৯৮০) ইত্যাদি।
এছাড়া তিনি অনুবাদ করেছেন ইকবাল, স্টিফেন স্পেন্ডার প্রমুখের কবিতা। ১৯৬৩ সালে তিনি একাদেমী পুরস্কার পান 'ঘরে ফেরার দিন' কাব্যগ্রন্থের জন্য।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. **আমাদের জাতীয় সংগীতের ইংরেজি অনুবাদ করেছেন কোন কবি?**
ক. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন খ. সৈয়দ আলী আহসান
গ. সৈয়দ শামসুল হক ঘ. শামসুর রাহমান **খ**

২. **'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতার রচয়িতা কে?**
ক. জসীমউদ্‌দীন খ. তালিম হোসেন
গ. জীবনানন্দ দাশ ঘ. সৈয়দ আলী আহসান **ঘ**

৩. **গ্রিক ট্র্যাজেডি 'ইডিপাস' বাংলায় কে অনুবাদ করেন?**
ক. মুনীর চৌধুরী খ. কবীর চৌধুরী
গ. সৈয়দ আলী আহসান ঘ. লিলি চৌধুরী **গ**

৪. **১৯৮৫ সালে নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক কে পান?**
ক.সৈয়দ আলী আহসান খ. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
গ. সৈয়দ শামসুল হক ঘ. সিকান্দার আবু জাফর **ক**

৫. **কবি অমিয় চক্রবর্তীর প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কী?**
ক. খসড়া খ. একমুঠো
গ. অমরাবতী ঘ. পালাবদল **ক**

অন্যান্য কবি ও সাহিত্যিক

গিরিশ চন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২)

সাহিত্যাঙ্গনে নট, নাট্যকার ও রঙ্গালয় পরিচালক হিসেবে পরিচিত। গীতিনাটকে ব্যবহৃত তাঁর উদ্ভাবিত ছন্দই 'গৈরিশছন্দ' নামে পরিচিত।

উল্লেখযোগ্য নাটক:

- **পৌরাণিক নাটক:** রাবণবধ (১৮৮৮), অভিমন্যুবধ (১৮৮৮), সীতার বনবাস (১৮৮৮), লক্ষ্মণ বর্জন (১৮৮২), রামের বনবাস (১৮৮২), সীতাহরণ (১৮৮২), পান্ডবের অজ্ঞাতবাস (১৮৮৯), জনা (১৮৯৪)।
- **ঐতিহাসিক নাটক :** 'সিরাজদ্দৌলা' (১৯০৬), 'মীর কাশিম' (১৯০৬), 'ছত্রপতি শিবাজী' (১৯০৭)।
- **সামাজিক নাটক :** 'প্রফুল্ল' (১৮৮৬), 'হারানিধি' (১৮৯০), 'বলিদান'।
- **চরিত নাটক :** চৈতন্যলীলা (১৮৮৬), বিল্বমঙ্গল ঠাকুর, শঙ্করাচার্য (১৯১০)।
- **রোমান্টিক নাটক :** মুকুলমুঞ্জরা (১৮৯৯), আবু হোসেন (১৯০৩)।

মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩০)

কাব্য: কুসুমাঞ্জলি (১৮৮১), অপূর্ব দর্শন কথা (১৮৮৫), প্রেমাহার (১৮৮৯), জাতীয় ফোয়ারা (১৯১২)।

উপন্যাস : 'জোহরা', দরফগাজী খান।
'জোহরা' উপন্যাসে গ্রাম্য মুসলমান সমাজের করুণ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। কন্যার মতামত অগ্রাহ্য করে আত্মীয়-স্বজনেরা বিয়ে দিতে গিয়ে জীবনে যে দুর্ভোগের সৃষ্টি করে তাই এ উপন্যাসের উপজীব্য।

মোজাম্মেল হক **'শান্তিপুরের কবি'** হিসেবে খ্যাত। তিনি ছিলেন বিখ্যাত 'মোসলেম ভারত' নামক সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক।

এস ওয়াজেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১)

তাঁর পরিচিতিমূলক তথ্য:

- এস. ওয়াজেদ আলী ১৮৯০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর পশ্চিম বঙ্গের হুগলি জেলার বড়তাজপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- তিনি ১৯৫১ সালের ১০ জুন কলকাতায় মারা যান।

তাঁর পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যকর্ম:

- **প্রবন্ধগ্রন্থ:** জীবনের শিল্প (১৯৪১), প্রাচ্য ও প্রতীচ্য (১৯৪৩), ভবিষ্যতের বাঙালি (১৯৪৩), মুসলিম সংস্কৃতির আদর্শ।
- **গল্পগ্রন্থ:** গুল-দাস্তা (১৯২৭), মাশুকের দরবার (১৯৩০), দরবেশের দোয়া (১৯৩১), বাদশাহী গল্প (১৯৪৪), গল্পের মজলিশ (১৯৪৮), ভাঙ্গাবাঁশী।
- **ভ্রমণকাহিনি:** মোটর যোগে রাঁচি সফর (১৯৪৯), পশ্চিম ভারত (১৯৪৮)।
- **উপন্যাস:** গ্রানাডার শেষ বীর (ঐতিহাসিক, ১৯৪০)।

মিল অমিল–

ভবিষ্যতের বাঙালি (প্রবন্ধ)	এস ওয়াজেদ আলী
আত্মঘাতী বাঙালি (প্রবন্ধ)	নীরদচন্দ্র চৌধুরী
সাবাস বাঙালি (প্রবন্ধ)	অমৃতলাল বসু
বাঙালীর ইতিহাস (প্রবন্ধ)	নীহারঞ্জন রায়
বাংলা, বাঙালি বাঙালিত্ব (প্রবন্ধ)	ড. আহমদ শরীফ

লেখক সম্পর্কিত আরো গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি–

- এস ওয়াজেদ আলি যে পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন– 'সবুজ পত্র' পত্রিকার।
- 'Bulletin of the Indian Rationalistic Society' যার সম্পাদিত ইংরেজি মাসিকের নাম– এস. ওয়াজেদ আলির।
- তাঁর সম্পাদিত বাংলা মাসিক "গুলদাস্তাঁ" প্রকাশিত হয়– ১৩৪৩ সালে।
- লেখক সাম্প্রদায়িকতামুক্ত দেশ গঠনের লক্ষ্যে হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান করেন যে গ্রন্থে– ভবিষ্যতের বাঙালি।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. **বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ কোনটি?**
ক. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য খ. বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত
গ. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ঘ. বাংলা সাহিত্যের কথা **গ**

২. **'ভবিষ্যতের বাঙালি' প্রবন্ধের রচয়িতা কে?**
ক. নীরদচন্দ্র খ. নীহাররঞ্জন রায়
গ. এস ওয়াজেদ আলী ঘ. ড. আহমদ শরীফ **গ**

কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩)

কামিনী রায়ের জন্মস্থান বাকেরগঞ্জ জেলায়।
কাব্য: আলো ও ছায়া (১৮৮৯), মাল্য ও নির্মাল্য (১৯১৩)।
'আলো ও ছায়া' কামিনী রায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

বাংলা সাহিত্যে দুঃখবাদী কবি বলা হয় যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে (১৮৮৭-১৯৫৪)। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ হলো মরীচিকা, মরুশিখা, মরুমায়া, সায়ম, ত্রিযামা, নিশান্তিকা প্রভৃতি।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

বাংলা সাহিত্যে ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২)। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ হলো বেনু ও বীণা, কুহু ও কেকা, সবিতা, বিদায় আরতি, তীর্থরেণু প্রভৃতি।

শেখ ফজলল করিম (১৮৮২-১৯৩৭)

লালমনিরহাট জেলার কাকিনা গ্রামে শেখ ফজলুল করিমের জন্ম। তিনি 'বাসনা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। নদীয়ার সাহিত্যসভা তাঁকে 'সাহিত্য বিশারদ' উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর অমর পঙ্‌ক্তি-

' কোথায় স্বর্গ? কোথায় নরক? কে বলে তা বহুদূর?
মানুষেরি মাঝে স্বর্গ-নরক-মানুষেতে সুরাসুর।'

যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮)

কাব্যগ্রন্থ: অপরাজিতা (১৯১৯), নাগকেশর (১৯১৭), নীহারিকা (১৯২৭), মহাভারতী (১৯৩৬)।
তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতা 'অন্ধবধূ'।

নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন (১৮৭৮-১৯২৩)

উপন্যাস: আনোয়ারা (১৯১৪), প্রেমের সমাধি, গরীবের মেয়ে, পরিণাম, মেহেরুন্নিসা।
মোহাম্মদ নজিবর রহমানের জন্ম সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে। একজন ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি রয়েছে, 'আনোয়ারা' (১৯১৪) তাঁর লেখা বিখ্যাত উপন্যাস। গ্রামীণ জীবনের পটভূমিকায় রচিত এ উপন্যাসে বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের পারিবারিক ও সামাজিক চিত্র উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত। প্রেম, বিরহ এবং দাম্পত্য জীবনের নানা সঙ্কট ও সেই সঙ্কট থেকে উত্তরণ এর আখ্যানবস্তু। সত্যের জয় এবং অসত্যের পরাজয় এ উপন্যাসে উপস্থাপিত। স্বামীভক্ত আনোয়ারা এ উপন্যাসে একটি প্রধান চরিত্র। মোহাম্মদ নজিবর রহমানের অন্যান্য গ্রন্থ হলো- 'প্রেমের সমাধি', 'গরীবের মেয়ে', 'পরিণাম', চাঁদ তারা বা হাসান গঙ্গা বাহমনি', 'দুনিয়া আর চাই না', প্রভৃতি তার জনপ্রিয় উপন্যাস।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. **'জোহরা' উপন্যাসটি কার রচনা?**
ক. নজিবর রহমান খ. মোজাম্মেল হক
গ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী **খ**

২. **নিচের কোন লেখক 'শান্তিপুরের কবি' হিসেবে খ্যাত?**
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. যতীন্দ্রমোহন বাগচী
গ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ. মোজাম্মেল হক **ঘ**

৩. **নিচের কোন কাব্যগ্রন্থটির লেখক কামিনী রায়?**
ক. মরুমায়া খ. আলোছায়া
গ. আলো ও ছায়া ঘ. বেণু ও বীণা **গ**

৪. **বাংলা সাহিত্যের 'ছন্দের যাদুকর' হিসেবে পরিচিত কে?**
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
গ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ. যতীন্দ্রমোহন বাগচী **গ**

৫. **'কোথায় স্বর্গ? কোথায় নরক? কে বলে তা বহুদূর?
মানুষেরি মাঝে স্বর্গ-নরক মানুষেতে সুরাসুর।'- এ পঙ্‌ক্তিটির রচয়িতা কে?**
ক. মোজাম্মেল হক খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. শেখ ফজলুল করিম ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **গ**

৬. **'আনোয়ারা' উপন্যাসটি কত সালে প্রথম প্রকাশিত হয়?**
ক. ১৯৫২ সালে খ. ১৮৯৯ সালে
গ. ১৯৩৫ সালে ঘ. ১৯১৪ সালে **ঘ**

৭. **নজিবর রহমান রচিত উপন্যাস কোনটি?**
ক. রজনী খ. নববিধান
গ. পদ্মরাগ ঘ. প্রেমের সমাধি **ঘ**

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র (১৮৭৭-১৯৫৭)

গল্পগ্রন্থ : ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরদাদার ঝুলি, ঠানদিদির থলে, দাদামহাশয়ের থলে।
ছেলে ভুলানো গল্পকে সাহিত্যের আঙ্গিনায় পরিবেশন করে তিনিই প্রথম একে রস সাহিত্যের মর্যাদা দিয়েছেন।

উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী (১৮৬৩-১৯১৫)

তিনি বাংলা শিশু সাহিত্য রচনার পথিকৃৎ। তাঁর সম্পাদনায় শিশুতোষ পত্রিকা 'সন্দেশ' (১৯১৩) প্রকাশিত হয়। শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায় তাঁর পুত্র এবং সত্যজিত রায় তাঁর দৌহিত্র।
গ্রন্থ : টোনাটুনির বই, ছোটদের রামায়ণ, ছোটদের মহাভারত।

কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬)

'আবদুল্লাহ' উপন্যাসের রচয়িতা কাজী ইমদাদুল হক ধর্মীয় কুসংস্কার ও গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে গ্রামীণ পটভূমিতে রচিত।
উপন্যাস: 'আবদুল্লাহ'।
মুসলমান সমাজের কাহিনি অবলম্বনে রচিত 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসটি কাজী ইমদাদুল হককে সমধিক খ্যাতি এনে দিয়েছে। তৎকালীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম সমাজ ব্যবস্থার চিত্রাঙ্কনই এ উপন্যাসের উপজীব্য। মুসলমান সমাজের ক্ষয়িষ্ণু আদর্শ ও রীতিনীতির বিপরীতে স্বাধীনচেতা ও প্রগতিশীল শিক্ষিত মনের নব্যসমাজ প্রতিষ্ঠার বাসনাই এ উপন্যাসের প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করার প্রয়াস পেয়েছেন। পীরবাদ, আভিজাত্যবাদ, পর্দাপ্রথা ইত্যাদির বিরুদ্ধে ঔপন্যাসিকের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রস্ফুটিত হয়েছে। 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসটি কাজী ইমদাদুল হক শেষ করতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর পর অবশিষ্টাংশ সমাপ্ত করেন কাজী আনোয়ারুল কাদির।
চরিত্র: আবদুল্লাহ, সালেহা, আবদুল কাদের, মীর সাহেব, সৈয়দ সাহেব।

রামেন্দু সুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯)

প্রবন্ধ: প্রকৃতি (১৮৯৬), জিজ্ঞাসা (১৯০৪), কর্মকথা (১৯১৩), শব্দকথা (১৯১৭), বিচিত্র জগৎ (১৯২০)।
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রবন্ধে বিজ্ঞানের নীরস জটিল বিষয়কে সহজ চিত্রাকর্ষক ভঙ্গিতে ও মনোরম ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। তাঁর প্রবন্ধ একদিকে গভীর মননশীলতায় দীপ্তিময়, অন্যদিকে কৌতুকরসের প্রসাদগুণে সরস ও উপভোগ্য।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. **কাজী ইমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসের উপজীব্য কী?**
ক. মুসলিম জমিদার শ্রেণির জীবনকাহিনি
খ. কৃষক সমাজের সংগ্রামশীল জীবন
গ. তৎকালীন মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্র
ঘ. চাষী জীবনের করুণ চিত্র **গ**

২. **'আব্দুল্লাহ' উপন্যাসের লেখকের নাম-**
ক. কাজী ইমদাদুল হক খ. মোশাররফ হোসেন
গ. ইসমাইল হোসেন সিরাজী ঘ. মোজাম্মেল হক **ক**

ডা. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬)

'মানবজীবন', 'মহৎজীবন', 'উন্নতজীবন' প্রভৃতি প্রবন্ধগ্রন্থের রচয়িতা ডা: মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬)। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক।

দীনেশ চন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯)

বাংলা সাহিত্যে প্রথম ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন ড. দীনেশচন্দ্র সেন। গ্রন্থের নাম 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (১৮৬৮)। তিনি ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ ইংরেজিতে History of Bengali Language (১৮৯১) নামে প্রকাশ করেন।

তিনি 'বঙ্গসাহিত্যের পরিচয়' গ্রন্থটির রচয়িতা। এটি ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর সম্পাদনায় মৈমনসিংহ গীতিকা ১৯২৩ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ থেকে গীতিকাগুলো সংগ্রহের জন্য দীনেশচন্দ্র সেন, চন্দ্রকুমার দে ও কবি জসীম উদ্‌দীনকে নিয়োগ করেন।

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) ত্রিশের দশকের কবি। তিনি 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

কাব্যগ্রন্থ: মর্মবাণী, বন্দীর বন্দনা, কঙ্কাবতী, মরচে পড়া পেরেকের গান ইত্যাদি। তাঁর উপন্যাস- তিথিডোর, নির্জন স্বাক্ষর; প্রবন্ধ- হঠাৎ আলোর ঝলকানি, কালের পুতুল; নাটক- তপস্বিনী ও তরঙ্গিনী।

পঞ্চপাণ্ডব- জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী- এরা ৫ জন হলেন ত্রিশের দশকের কবি। এরা উচ্চ শিক্ষিত, পাঁচজনই ইংরেজির ছাত্র এবং অরাবীন্দ্রিক কাব্যবলয় নির্মাণের চেষ্টা করে সফল হয়েছিলেন। এরা বাংলা সাহিত্যে 'পঞ্চপাণ্ডব' নামে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

শহীদুল্লাহ কায়সার (১৯২৬-১৯৭১)

শহীদুল্লাহ কায়সার ১৯২৭ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি ফেনী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম আবু নঈম মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ। তিনি মূলত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর পাক হানাদারবাহিনীর সদস্যগণ তাঁকে ঢাকার কায়েতটুলির বাসা থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এরপর তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়নি।

তাঁর উপন্যাস:

সারেং বৌ:

- প্রকাশকাল– ১৯৬২ খ্রি.।
- তিনি এ গ্রন্থটি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বসে লিখেছেন।
- এটি তাঁর প্রথম উপন্যাস।
- উপন্যাসের প্রধান চরিত্র– কদম সারেং, নবীতুন।
- উপন্যাসটিতে ফুটে উঠেছে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী জনপদের বিশ্বস্ত চিত্র।
- এই উপন্যাসের জন্য তাঁকে ১৯৬২ সালে 'আদমজী সাহিত্য' পুরস্কার এবং 'বাংলা একাডেমি' পুরস্কার দেয়া হয়।
- উপন্যাসটি অবলম্বনে ১৯৭৮ সালে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। এ সিনেমার বিখ্যাত গান "ওরে নীল দরিয়া আমায় দে রে দে ছাড়িয়া' (শিল্পী আব্দুল জব্বার)।

সংশপ্তক:

- প্রকাশকাল– ১৯৬৫ খ্রি.।
- এটি একটি মহাকাব্যিক উপন্যাস।
- মহাভারতের শব্দ সংশপ্তক বলতে বোঝায়, যে সৈনিকেরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে জীবনমরণ যুদ্ধ করে। যুদ্ধে পরাজয় হবে জেনেও যারা যুদ্ধ থেকে পিছপা হন না।
- এই উপন্যাসে হিন্দু মুসলিম সম্মিলিত জীবন-যাপন, অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।
- ভাষা আন্দোলনের পূর্বের বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক পবিরর্তন ও রূপান্তরও এ উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে।
- ১৯৬৫ সালে এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। পরবর্তী আব্দুল্লাহ আল মামুন এটিকে নাট্যরূপে প্রদান করেন যা বাংলাদেশ টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হয়।

তাঁর অন্যান্য রচনা:

স্মৃতিকথা: রাজবন্দীর রোজনামচা (১৯৬২)।
ভ্রমণকাহিনী: পেশোয়ার থেকে তাসখন্দ (১৯৬৬)।
পুরস্কার: বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬১), আদমজী পুরস্কার (১৯৬২)।

তাঁর সম্পর্কিত আরো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য–

- তাঁর সাথে জহির রায়হানের সম্পর্ক হলো– উভয় সহোদর বা আপন ভাই।
- সাপ্তাহিক 'ইত্তেফাক' পত্রিকায় দেশপ্রেমিক ছদ্মনামে যে উপসম্পাদকীয় রচনা করেন– 'রাজনৈতিক পরিক্রমা'।
- বিশ্বকর্মা ছদ্মনামে যে উপসম্পাদকীয় রচনা করেন– বিচিত্র কথা।
- আইয়ুব খান জেলে পাঠিয়েছিলেন, তাই আমি সাহিত্যিক হতে পেরেছি'– এই উক্তিটি করেছেন– শহীদুল্লা কায়সার।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. **সাহিত্য পত্রিকা 'কবিতা' এর সম্পাদক কে ছিলেন?**
ক. সমর সেন খ. প্রতিভা বসু
গ. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঘ. বুদ্ধদেব বসু **ঘ**

২. **নিচের কোনটি শহীদুল্লাহ কায়সার রচিত উপন্যাস?**
ক. জমিদার দর্পণ খ. সংশপ্তক
গ. জীবন থেকে নেয়া ঘ. ক্রীতদাসের হাসি **খ**

আনোয়ার পাশা (১৯০৩-১৯৭১)

তাঁর পরিচিতিমূলক তথ্য:

আনোয়ার পাশা ১৯২৮ সালের ১৫ই এপ্রিল মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের ডবকাই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মূলত কবি, কথাসাহিত্যক, সমালোচক ও শিক্ষাবিদ। তিনি ১৯৭১ সালে ১৪ই ডিসেম্বর মারা যান।

তাঁর পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যকর্ম:

উপন্যাস: রাইফেল রোটি আওরাত। এটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম উপন্যাস। পঁচিশে মার্চের কালরাতে পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যে ধ্বংসযজ্ঞ চালায় এ উপন্যাসে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা রয়েছে।

গল্পগ্রন্থ: নিরূপায় হরিণী (১৯৭০)।

কাব্যগ্রন্থ: নদী নিঃশেষিত হলে (১৩৭০), সমুদ্র শৃঙ্খলতা উজ্জয়িনী ও অন্যান্য কবিতা (১৯৭৪)।

সমালোচনা: সাহিত্যশিল্পী আবুল ফজল (১৯৬৭), রবীন্দ্র ছোটগল্প সমীক্ষা (প্রথম খণ্ড- ১৯৬৯, দ্বিতীয় খণ্ড- ১৯৭৮)।

পুরস্কার প্রাপ্তি: বাংলা একাডেমি ৯১৯৭২), স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৯৫)।

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি–

- আনোয়ার পাশাকে যে উপাধিতে ভূষিত করা হয়– সাহিত্য বিশারদ এবং সাহিত্যসাগর।
  [বিদ্র: বাংলা সাহিত্যে আব্দুল করিম– সাহিত্য বিশারদ হিসেবে অধিক পরিচিত।]
- আনোয়ার পাশার প্রকাশিত প্রথম উপন্যাসের নাম– নীড় সন্ধানী।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯)

লেখক পরিচিতিমূলক তথ্য:

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ১৮৯৯ সালের ১৯ জুলাই বিহার রাজ্যের পূর্ণিয়া জেলার মণিহারপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আদিনিবাস ছিল হুগলি জেলার শিয়াখালায়। 'বনফুল' তাঁর সাহিত্যিক ছদ্মনাম। তিনি ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

লেখকের পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যকর্ম:

গল্পগ্রন্থ: বনফুলের গল্প (১৯৩৬), বাহুল্য (১৯৪৩), বিন্দু বিসর্গ (১৯৪৪), অনুগামিনী (১৯৪৭), ঊর্মিমালা (১৯৫৫), সপ্তমী (১৯৬০), দূরবীণ (১৯৬১)।

উপন্যাস: অগ্নি (১২৪৪৫), তৃণখণ্ড (১৩৪২), বৈতরণী তীরে (১৩৪৩), কিছুক্ষণ (১৩৪৪), দ্বৈরথ (১৩৪৪), নির্মোক (১৩৪৭), সে ও আমি (১৩৫০), জঙ্গম (১৩৫০), লক্ষ্মীর আগমন (১৩৬১) ইত্যাদি।

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি:

- বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের 'অগ্নি' যে জাতীয় উপন্যাস– রাজনৈতিক উপন্যাস।
- 'অগ্নি' উপন্যাসটি যে পটভূমিতে রচিত– ভারতে ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের।

আবুল মনসুর আহমদ

পরিচিতিমূলক তথ্য:

আবুল মনসুর আহমদ ১৮৯৮ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহ জেলার ধানীখোলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সামাজিক নানা কপটাচার তাঁর বিদ্রুপের চাবুক থেকে রেহাই পায়নি। ১৯৭৯ সালের ১৮ই মার্চে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি রম্য রচনায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

তাঁর পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যকর্ম:

উপন্যাস: সত্য মিথ্যা (১৯৫৩), জীবনক্ষুধা (১৯৫৫), আবে হায়াত (১৯৬৮)।

গল্পগ্রন্থ (রম্য): আয়না (১৯৩৫), ফুড কনফারেন্স (১৯৪৪), আসমানী পর্দা (১৯৬৪)।

প্রবন্ধ গ্রন্থ: আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (১৯৬৯): এটি আত্মজীবনী, শেরে বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু (১৯৭২), পাক বাংলার কালচার।

শিশু সাহিত্য: ছোটদের কসাসুল আম্বিয়া (১৯৪৯), গালিভারের সফরনামা (১৯৫৯)।

স্মৃতিকথা: আত্মকথা (প্রকাশকাল- ১৯৭৮)।

পুরস্কার: বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬০)।

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি–

- আবুল মনসুর আহমদ যে পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন– দৈনিক ইত্তেহাদ।
- আবুল মনসুর আহমদ বাংলা সাহিত্যে যে ধারার সাহিত্য রচনা করতেন– বঙ্গধারার।
- কবি কাজী নজরুল ইসলাম আবুল মনসুর আহমদের যে গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন– আয়না।
- তিনি যে আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন– খেলাফত, অসহযোগ স্বরাষ্ট্র আন্দোলন।
- 'বিদেশী ভাষা শিখিব মাতৃভাষায় শিক্ষিত হইবার পর, আগে নয়। উক্তিটি– আবুল মনসুর আহমদের।

শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩)

শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩)

নাটক : মসনদের মোহ, আনারকলি, সরফরাজ খাঁ, নবাব আলীবর্দী।

তুলসী লাহিড়ী : নাটক : ছেঁড়া তার।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. **'রাইফেল রোটি আওরাত' উপন্যাসের রচয়িতা-**
ক. আনোয়ার পাশা খ. জহির রায়হান
গ. সত্যেন সেন ঘ. আবু জাফর শামসুদ্দীন **ক**

২. **'ফুড কনফারেন্স' গ্রন্থের রচয়িতা-**
ক. মীর মশাররফ হোসেন খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঘ. আবুল মনসুর আহমদ **ঘ**

৩. **'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?**
ক. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ. মুহাম্মদ আবদুল হাই
গ. আতাউর রহমান ঘ. আবুল মনসুর আহমদ **ঘ**

এক কথায় উত্তর

১. **বনফুলের প্রকৃত নাম–**
— বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

২. **অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম' –**
— উপন্যাস।

৩. **'পথের পাঁচালী' উপন্যাসটি কার রচনা?**
— বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪. **মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোনটি দ্বারা প্রভাবিত?**
— মার্ক্সইজম/কমিউনিজম।

৫. **'পদ্মানদীর মাঝি' কী ধরনের রচনা?**
— উপন্যাস।

৬. **'পুতুল নাচের ইতিকথা'- উপন্যাসটি কার লেখা?**
— মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

৭. **বিদ্রোহী বালিকা বধূ জামিলা কোন উপন্যাসের চরিত্র?**
— লাল সালু।

৮. **'চাঁদের অমাবস্যা' কোন শ্রেণির উপন্যাস?**
— মনসমীক্ষামূলক।

৯. **'লালসালু' উপন্যাসের উপজীব্য–**
— গ্রাম বাংলার সমাজের অশিক্ষা-কুশিক্ষা।

১০. **'ঠগ-পীরের পানি পড়ায় কী কোন কাম হয়'?-লালসালু উপন্যাসে এ উক্তি কার?**
— আক্কাসের।

১১. **'কাঁদো নদী কাঁদো' কোন ধরনের সাহিত্যকর্ম?**
— উপন্যাস।

১২. **'লাল সালু' উপন্যাসটি কে রচনা করেছেন?**
— সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ।

১৩. **'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসটির রচয়িতা–**
— সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ।

১৪. **জীবনমুখী সমাজসচেতন কথাসাহিত্যিক জহির রায়হান-এর আসল নাম কী?**
— মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ।

১৫. **'আরেক ফাল্গুন', 'বরফগলা নদী', 'হাজার বছর ধরে', উপন্যাসগুলোর রচয়িতা কে?**
— মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ।

১৬. **'সূর্যদীঘল বাড়ি' কোন প্রকারের গ্রন্থ?**
— সামাজিক উপন্যাস।

১৭. **'সূর্যদিঘল বাড়ি' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?**
— আবু ইসহাক।

১৮. **'জোঁক' গল্পের রচয়িতা–**
— আবু ইসহাক।

১৯. **'পঞ্চতন্ত্র', 'ময়ূরকণ্ঠী', 'পাদটীকা' 'দেশে বিদেশে'- গ্রন্থগুলোর লেখক কে?**
— সৈয়দ মুজতবা আলী।

২০. **সৈয়দ মুজতবা আলীর 'দেশে বিদেশে' বইটিতে কোন শহরের কাহিনী প্রাধান্য পেয়েছে?**
— কাবুল।

২১. **'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' কার লেখা?**
— তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়।

২২. **'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি লিখেছেন–**
— অদ্বৈত মল্লবর্মণ।

২৩. **'সারেং বৌ' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?**
— শহীদুল্লাহ কায়সার।

২৪. **'অপু ও দুর্গা' চরিত্র দুটি কোন উপন্যাসের?**
— পথের পাঁচালী।

২৫. **'আরণ্যক' কার রচনা?**
— বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৬. **বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পথের পাঁচালি' একটি–**
— উপন্যাস।

২৭. **'পদ্মানদীর মাঝি' কার লেখা?**
— মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৮. **'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গ্রন্থটির রচয়িতা–**
— মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৯. **'আত্মহত্যার অধিকার' কার লেখা?**
— মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

৩০. **'চাঁদের অমাবস্যা' কী জাতীয় গ্রন্থ?**
— উপন্যাস

৩১. **'নয়নচারা' যে শ্রেণির রচনা–**
— গল্প।

৩২. **বাংলা ভাষার প্রথম ঔপন্যাসিক–**
— প্যারীচাঁদ মিত্র।

৩৩. **বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'র প্রকাশকাল–**
— ১৯২৯।

৩৪. **'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড বলা হয়–**
— 'অপরাজিত' (১৯৩১) উপন্যাসকে।

৩৫. **বিভূতিভূষণের আত্মজীবনীমূলক রচনা–**
— তৃণাঙ্কুর।

৩৬. **মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি' কোন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়?**
— পূর্বাশা।

৩৭. **রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা সাহিত্যে কাকে সব্যসাচী লেখক বলা হয়?**
— বুদ্ধদেব বসুকে।

৩৮. **সৈয়দ শামসুল হকের 'নিষিদ্ধ লোবান' ও 'আল মাহমুদের 'উপমহাদেশ'–**
— মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস।

৩৯. 'নকশী কাঁথার মাঠ' যে জাতীয় কাব্য–

— কাহিনীকাব্য ।

৪০. 'আবে-হায়াত' গ্রন্থের রচয়িতা–

— আবুল মনসুর আহমদ ।

৪১. 'বিলাতে সাড়ে সাতশ' দিন' ভ্রমণকাহিনী কে রচনা করেছেন?

— ধ্বনিতত্ত্ববিদ মুহম্মদ আবদুল হাই ।

৪২. 'ছন্দের যাদুকর' কে?

— সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ।

৪৩. বাংলা কবিতায় ছন্দ রচনায় এবং ছন্দ উদ্ভাবনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন–

— সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ।

৪৪. কোন দু'জন বাংলা কাব্যে প্রথম প্রচুর পরিমাণে আরব-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেন?

— মোহিতলাল মজুমদার ও কাজী নজরুল ইসলাম ।

৪৫. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর কোন উপন্যাসে ত্রিভুজ প্রেমের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে?

— গৃহদাহ ।

৪৬. 'গৃহদাহ' উপন্যাসের প্রধান দুটি চরিত্রের নাম কী?

— সুরেশ ও অচলা ।

৪৭. শরৎচন্দ্র সৃষ্ট 'অভয়া' চরিত্রটি কোন উপন্যাসের?

— শ্রীকান্ত ।

৪৮. কত খিস্টাব্দে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট ডিগ্রি প্রদান করা হয়?

— ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ।

৪৯. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ রচনা কোনটি?

— শ্রীকান্ত ।

৫০. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ডি. লিট ডিগ্রি প্রদান করে-

— ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।

৫১. 'বৈকুণ্ঠের উইল' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?

— শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।

৫২. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মহেশ গল্পের প্রধান চরিত্র কে?

— গফুর ।

৫৩. 'হেমাঙ্গিনী' ও 'কাদম্বিনী' কোন বিখ্যাত গল্পের দুই চরিত্র?

— মেজদিদি ।

৫৪. 'দেনা পাওনা' উপন্যাসটি রচনা করেছেন-

— শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।

৫৫. 'শ্রীকান্ত' শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত একটি–

— উপন্যাস ।

৫৬. 'বিরাজ বৌ' উপন্যাসের রচয়িতা–

— শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।

৫৭. 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাস কে লিখেছিলেন?

— শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।

৫৮. শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস–

— শ্রীকান্ত ।

৫৯. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের কয়টি খণ্ড?

— ৪টি ।

৬০. 'অচলা' শরৎচন্দ্রের কোন উপন্যাসের নায়িকা?

— গৃহদাহ ।

৬১. 'কথাসাহিত্য' বলতে বোঝায়–

— ছোটগল্প ও উপন্যাসকে ।

৬২. শ্রীকান্ত চরিত্রটি যে ঔপন্যাসিকের সৃষ্টি–

— শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।

৬৩. 'আনোয়ারা' উপন্যাসটির দ্বিতীয় খন্ড কত সালে প্রথম প্রকাশিত হয়?

— ১৯১৪ সালে ।

৬৪. 'আনোয়ারা' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?

— নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ।

৬৫. 'জোহরা' উপন্যাসের রচয়িতা কে?

— মোজাম্মেল হক ।

৬৬. ইসমাইল হোসেন সিরাজীর জন্মস্থান কোথায়?

— সিরাজগঞ্জ ।

৬৭. প্রমথ চৌধুরী কোন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রভাবিত করেছিলেন?

— চলিত ভাষার ব্যবহারে ।

৬৮. বাংলা গদ্যে চলিত রীতির প্রবর্তক কে?

— প্রমথ চৌধুরী ।

৬৯. 'সবুজপত্র' পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?

— প্রমথ চৌধুরী ।

৭০. 'চার ইয়ারী কথা' ও 'ফরমায়েসী গল্প' গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা কে?

— প্রমথ চৌধুরী ।

৭১. 'আনোয়ারা' কোন শ্রেণির গ্রন্থ?

— উপন্যাস ।

৭২. কাজী ইমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসের মূল উপজীব্য কী?

— কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম সমাজব্যবস্থার চিত্রাঙ্কন ।

৭৩. 'নীললোহিত' কার ছদ্মনাম?

— প্রমথ চৌধুরী ।

৭৪. আল মাহমুদের কাব্যগ্রন্থ–

— সোনালী কাবিন, লোক লোকান্তর, কালের কলস, বখতিয়ারের ঘোড়া, দোয়েল ও দয়িতা প্রভৃতি ।

৭৫. 'কত ছবি কত গান' নামক বৃহৎ উপন্যাসের রচয়িতা কে?

— খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস ।

৭৬. সৈয়দ আলী আহসান এর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ-

— একক সন্ধ্যায় বসন্ত ।

৭৭. 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতার রচয়িতা কে?

— সৈয়দ আলী আহসান ।

৭৮. 'ইডিপাস' বাংলায় অনুবাদ করেন কে?

— সৈয়দ আলী আহসান ।

Teacher's Work

১. **'মুসলিমসাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়–** *[৪৩তম বিসিএস]*
ক. ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬ খ. ১৯ জানুয়ারি ১৯২৬
গ. ১৯ মার্চ ১৯২৬ ঘ. ২৬ মার্চ ১৯২৭ **উ: খ**

২. **সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত পত্রিকার নাম কী?** *[৪৩তম বিসিএস]*
ক. 'শনিবারের চিঠি' খ. রবিবারের ডাক
গ. বিজলি ঘ. বঙ্গদর্শন **উ: ক**

৩. **"ঐ ক্ষেপেছে পাগলি মায়ের দামাল ছেলে"– কে এই দামাল ছেলে?** *[৪৩তম বিসিএস]*
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. কামাল পাশা
গ. চিত্তরঞ্জন দাস ঘ. সুভাষ বসু **উ: খ**

৪. **'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে' কাব্যগ্রন্থের কবি কে?** *[৪৩তম বিসিএস]*
ক. রফিক আজাদ খ. শঙ্খ ঘোষ
গ. শক্তি চট্টোপাধ্যায় ঘ. শামসুর রাহমান **উ: খ**

৫. **জেলে জীবন কেন্দ্রিক উপন্যাস কোনটি?** *[৪১তম বিসিএস]*
ক. গঙ্গা খ. পুতুলনাচের ইতিকথা
গ. হাঁসুলী বাঁকের উপকথা ঘ. গৃহদাহ **উ: ক**

৬. **বাংলা সাহিত্যে 'কালকূট' নামে পরিচিত কোন লেখক?** *[৪১তম বিসিএস]*
ক. সমরেশ মজুমদার খ. শওকত ওসমান
গ. সমরেশ বসু ঘ. আলাউদ্দিন আল আজাদ **উ: গ**

৭. **'নদী ও নারী' উপন্যাসের রচয়িতা কে?** *[৩৮তম বিসিএস]*
ক. কাজী আবদুল ওদুদ খ. আবুল ফজল
গ. রশীদ করিম ঘ. হুমায়ুন কবির **উ: ঘ**

৮. **'বীরবল' কোন লেখকের ছদ্মনাম?** *[৩৮তম বিসিএস]*
ক. আবু ইসহাক খ. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
গ. প্রমথনাথ বিশী ঘ. প্রমথ চৌধুরী **উ: ঘ**

৯. **'আমার ঘরের চাবি পরের হাতে'-গানটির রচয়িতা কে?** *[৩৮তম বিসিএস]*
ক. লালন শাহ্ খ. হাসন রাজা
গ. পাগলা কানাই ঘ. রাধারমণ দত্ত **উ: ক**

১০. **'তেল নুন লকড়ি' কার রচিত গ্রন্থ?** *[৩৫তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. প্রবোধ চন্দ্র সেন খ. প্রমথ চৌধুরী
গ. প্রমথনাথ বিশি ঘ. প্রদ্যুম্ন মিত্র **উ: খ**

১১. **'বীরবল' ছদ্মনামে কে লিখতেন?** *[৩২তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. প্রমথ চৌধুরী ঘ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় **উ: গ**

১২. **'দিবারাত্রির কাব্য' কার লেখা উপন্যাস?** *[৩২তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় খ. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. ঈশান চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় **উ: ঘ**

১৩. **'বটতলার উপন্যাস' গ্রন্থের লেখকের নাম কী?** *[৩১তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. দিলারা হাশেম খ. রাজিয়া খান
গ. রিজিয়া রহমান ঘ. সেলিনা হোসেন **উ: খ**

১৪. **নিচের কোনটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম?** *[৩০তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. বীরবল খ. ভিমরুল
গ. অনিলাদেবী ঘ. যাযাবর **উ: গ**

১৫. **জহির রায়হানের 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসটির পটভূমিকা হলো-** *[২৮তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ
খ. ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন
গ. একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলন
ঘ. কোনটিই নয় **উ: গ**

১৬. **বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনভিত্তিক উপন্যাস কোনটি?** *[২৮তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. অগ্নিস্বাক্ষী খ. চিলেকোঠার সেপাই
গ. আরেক ফাল্গুন ঘ. অনেক সূর্যের আশা **উ: গ**

১৭. **'জয়গুন'- কোন উপন্যাসের চরিত্র?** *[২৬তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. জননী খ. সূর্যদীঘল বাড়ি
গ. সারেং বৌ ঘ. হাজার বছর ধরে **উ: খ**

১৮. **কোন গ্রন্থটির রচয়িতা এস ওয়াজেদ আলী?** *[২৪তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. আশা-আকাঙ্ক্ষার সমর্থনে খ. ভবিষ্যতের বাঙালি
গ. উন্নত জীবন ঘ. সভ্যতা **উ: খ**

১৯. **কোনটা ঠিক?** *[২৪তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. সোজন বাদিয়ার ঘাট (উপন্যাস)
খ. কাঁদো নদী কাঁদো (কাব্য)
গ. বহিপীর (নাটক)
ঘ. মহাশ্মশান (নাটক) **উ: গ**

২০. **'শাশ্বত বঙ্গ' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?** *[২৪তম বিসিএস (বাতিল) পরীক্ষা]*
ক. কাজী মোতাহার হোসেন খ. আবুল হুসেন
গ. কাজী আবদুল ওদুদ ঘ. কাজী আনোয়ারুল কাদির **উ: গ**

২১. **'আত্মঘাতী বাঙালী' কার রচিত গ্রন্থ?** *[২০তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. অশোক মিত্র খ. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
গ. নীরদচন্দ্র চৌধুরী ঘ. অতুল সূর **উ: গ**

২২. **'নদী ও নারী' কার রচনা?** *[২০তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. কাজী আবদুল ওদুদ খ. আবুল ফজল
গ. শামসুদ্দিন আবুল কালাম ঘ. হুমায়ুন কবির **উ: ঘ**

২৩. **'সংশপ্তক' কার রচনা?** *[২০তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. মুনীর চৌধুরী খ. শহীদুল্লা কায়সার
গ. জহির রায়হান ঘ. শওকত ওসমান **উ: খ**

২৪. **শরৎচন্দ্রের কোন উপন্যাসটি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল?** *[২৪তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. পথের দাবী খ. নিষ্কৃতি
গ. চরিত্রহীন ঘ. দত্তা **উ: ক**

২৫. বাংলা সাহিত্যে কোন খ্যাতিমান লেখক 'বীরবল' ছদ্মনামে পরিচিত?
[১৭তম ও ১৪তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. প্রমথ চৌধুরী ঘ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় **উ: গ**

২৬. 'কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক কে বলে তা বহুদূর?
মানুষের মাঝেই স্বর্গ-নরক-মানুষেতে সুরাসুর।'- কার রচনা?
[১৬তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. সৈয়দ এমদাদ আলী খ. অতুল প্রসাদ সেন
গ. শেখ ফজলল করিম ঘ. কামিনী রায় **উ: গ**

২৭. 'সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত'- উক্তিটি কার?
[১৫তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. লুৎফর রহমান ঘ. প্রমথ চৌধুরী **উ: ঘ**

২৮. 'অনল প্রবাহ' কে রচনা করেছেন? *[১৩তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. মোজাম্মেল হক খ. শেখ ফজলুল করিম
গ. আবুল হোসেন ঘ. ইসমাইল হোসেন সিরাজী **উ: ঘ**

২৯. 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের রচয়িতা-
ক. প্যারীচাঁদ মিত্র খ. বনফুল
গ. সত্যজিৎ রায় ঘ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় **উ: ঘ**

৩০. কবি গোলাম মোস্তফা পরলোকগমন করেন-
ক. ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের ২৩ অক্টোবর
খ. ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ১০ অক্টোবর
গ. ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের ১৩ অক্টোবর
ঘ. ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ১৩ অক্টোবর **উ: গ**

৩১. 'বিশ্বনবী' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
ক. ফররুখ আহম্মেদ খ. আকরাম খাঁ
গ. মীর মশাররফ হোসেন ঘ. গোলাম মোস্তফা **উ: ঘ**

৩২. 'আবে-হায়াত' গ্রন্থের রচয়িতা-
ক. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ. আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ
গ. আবুল মনসুর আহমদ ঘ. আবুল ফজল **উ: গ**

৩৩. বুদ্ধদেব বসু কোন দশকের কবি হিসেবে খ্যাত?
ক. ত্রিশ দশকের খ. পঞ্চাশ দশকের
গ. ষাট দশকের ঘ. চল্লিশ দশকের **উ: ক**

৩৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটির প্রকাশকাল-
ক. ১৯৩৬ সালে খ. ১৯১৩ সালে
গ. ১৯২৬ সালে ঘ. ১৯৪৬ সালে **উ: ক**

৩৫. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোন বাদ বা ইজম দ্বারা প্রভাবিত?
ক. রোমান্টিসিজম খ. ক্লাসিসিজম
গ. মার্কসিজম ঘ. পোস্ট মর্ডানিজম **উ: গ**

৩৬. সৈয়দ আলী আহসানের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ-
ক. ইডিপাস খ. একক সন্ধ্যায় বসন্ত
গ. পাখীর বাসা ঘ. বলাকা **উ: খ**

৩৭. শহীদ বুদ্ধিজীবি সাহিত্যিক শহীদুল্লাহ কায়সার পেশায় কী ছিলেন?
ক. সাংবাদিক খ. আমলা
গ. রাজনীতিবিদ ঘ. প্রকৌশলী **উ: ক**

৩৮. নিচের কোনটি ভ্রমণ সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ নয়?
ক. চার-ইয়ারি কথা খ. পালামৌ
গ. দৃষ্টিপাত ঘ. দেশে-বিদেশে **উ: ক**

৩৯. মোজাম্মেল হক রচিত উপন্যাস কোনটি?
ক. আব্দুল্লাহ খ. আনোয়ারা
গ. জোহরা ঘ. বনলতা **উ: গ**

৪০. নিচের কোনটি কামিনী রায়ের সৃষ্টিকর্ম?
ক. দীপ ও ধূপ খ. আলো ও আশা
গ. বাঁচা ও মরা ঘ. বন ও বৃক্ষ **উ: ক**

৪১. 'নির্মাল্য' কে রচনা করেন?
ক. জিয়া হায়দার খ. রামনারায়ণ তর্করত্ন
গ. কালিদাস রায় ঘ. কামিনী রায় **উ: ঘ**

৪২. 'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি'-এর রচয়িতা কে?
ক. সিকান্দার আবু জাফর খ. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ
গ. ফররুখ আহমদ ঘ. আহসান হাবীব **উ: খ**

৪৩. 'বেনু ও বীণা' কোন ধরনের রচনা?
ক. নাটক খ. কাব্যগ্রন্থ
গ. উপন্যাস ঘ. প্রবন্ধ **উ: খ**

৪৪. নিচের কোনটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের উপন্যাস?
ক. মতিচূর খ. জমকালো
গ. আব্দুল্লাহ ঘ. জনম দুঃখী **উ: ঘ**

৪৫. 'হোমশিখা' সৃষ্টিকর্মটি কার?
ক. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত খ. বেগম রোকেয়া
গ. সেলিনা হোসেন ঘ. সুফিয়া কামাল **উ: ক**

৪৬. 'তীর্থ রেণু' কোন ধরনের সাহিত্যকর্ম?
ক. নাটক খ. প্রবন্ধ
গ. উপন্যাস ঘ. কাব্যগ্রন্থ **উ: ঘ**

৪৭. 'ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি' কাব্যের রচয়িতা কে?
ক. কাজী ইমদাদুল হক খ. সুফিয়া কামাল
গ. শেখ ফজলল করিম ঘ. রোকেয়া সাখাওয়াত **উ: গ**

৪৮. 'বিবি রহিমা' কোন ধরনের গ্রন্থ?
ক. উপন্যাস খ. গীতিকাব্য
গ. নাটক ঘ. গদ্যগ্রন্থ **উ: ঘ**

Home Work

Teacher's Class Work অনুযায়ী নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীরা প্রথমে নিজে নিজে করবে এবং পরে উত্তর মিলিয়ে নিতে হবে।

১. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পথের পাঁচালী' একটি-
ক. নাটক খ. ভ্রমণকাহিনি
গ. গল্প ঘ. উপন্যাস **উ: ঘ**

২. 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের রচয়িতা-
ক. প্যারীচাঁদ মিত্র খ. বনফুল
গ. সত্যজিৎ রায় ঘ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় **উ: ঘ**

৩. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'র প্রকাশকাল-
ক. ১৯১৯ খ. ১৯২৯
গ. ১৯৩৯ ঘ. ১৯৪৯ **উ: খ**

৪. 'অপরাজিত' উপন্যাসের লেখক-
ক. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. শহীদুল্লাহ কায়সার ঘ. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় **উ: ক**

৫. 'আরণ্যক' কার রচনা?
ক. বুদ্ধদেব বসু খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় **উ: ঘ**

৬. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস কোনটি?
ক. পদশব্দ খ. আরণ্যক
গ. রজনী ঘ. অসম বৃক্ষ **উ: খ**

৭. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস কোনটি?
ক. ইছামতী খ. ময়ূরকণ্ঠী
গ. ধূপছায়া ঘ. সংকর সংকীর্তন **উ: ক**

৮. 'মেঘমাল্লার' গ্রন্থের রচয়িতা হলেন-
ক. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ঘ. সৈয়দ মুজতবা আলী **উ: গ**

৯. প্রবোধকুমার কোন সাহিত্যিকের প্রকৃত নাম?
ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
খ. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ঘ. বুদ্ধদেব বসু **উ: ক**

১০. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস কোনটি?
ক. জননী খ. ময়ূরকণ্ঠী
গ. রাতের সমুদ্র ঘ. অরণ্যের সুর **উ: ক**

১১. 'পদ্মানদীর মাঝি' কার লেখা?
ক. মুনীর চৌধুরী খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় **উ: খ**

১২. 'পদ্মানদীর মাঝি' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত একটি-
ক. উপন্যাস খ. ভ্রমণকাহিনি
গ. রম্যরচনা ঘ. নাটক **উ: ক**

১৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটির প্রকাশকাল-
ক. ১৯৩৬ খ. ১৯১৩
গ. ১৯২৬ ঘ. ১৯৪৬ **উ: ক**

১৪. 'সোনালী কাবিন' কাব্যের রচয়িতা কে?
ক. হাসান হাফিজুর রহমান খ. আল মাহমুদ
গ. হুমায়ুন আজাদ ঘ. শক্তি চট্টোপাধ্যায় **উ: খ**

১৫. আল মাহমুদের কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ক. বিধ্বস্ত নীলিমা খ. সোনালী কাবিন
গ. রাজা যায় রাজা আসে ঘ. শীতে বসন্ত **উ: খ**

১৬. কোনটি আল মাহমুদের গ্রন্থ নয়?
ক. বখতিয়ার ঘোড়া খ. সোনালী কাবিন
গ. হেমলকের পেয়ালা ঘ. কালের কলস **উ: গ**

১৭. 'জোহরা' উপন্যাসের রচয়িতা হলেন-
ক. প্যারীচাঁদ মিত্র খ. মীর মশাররফ হোসেন
গ. কাজী ইমদাদুল হক ঘ. মোজাম্মেল হক **উ: ঘ**

১৮. 'জাতীয় ফোয়ারা' কাব্য রচনা করেন?
ক. মীর মশাররফ হোসেন খ. কাজী ইমদাদুল হক
গ. মোজাম্মেল হক ঘ. কায়কোবাদ **উ: গ**

১৯. নিচের কোনটি মোজাম্মেল হক রচিত নয়?
ক. রত্নবতী খ. জাতীয় ফোয়ারা
গ. দারফ খাঁ গাজী ঘ. জোহরা **উ: ক**

২০. 'আলো ও ছায়া' কোন ধরনের রচনা?
ক. নাটক খ. কাব্যগ্রন্থ
গ. উপন্যাস ঘ. প্রহসন **উ: খ**

২১. 'অশোক-সঙ্গীত-এর স্রষ্টা কে?
ক. আবুল হোসেন খ. প্যারীচাঁদ মিত্র
গ. গিরিশচন্দ্র সেন ঘ. কামিনী রায় **উ: ঘ**

Self Study

১. **'পুতুল নাচের ইতিকথা' কার রচনা?**
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় **উ: খ**

২. **'দিবারাত্রির কাব্য' কার লেখা উপন্যাস?**
ক. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় খ. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় **উ: ঘ**

৩. **'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গ্রন্থটির রচয়িতা-**
ক. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় **উ: খ**

৪. **'আত্মহত্যার অধিকার' কার লেখা?**
ক. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **উ: খ**

৫. **'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের রচয়িতা কে?**
ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. আবু জাফর শামসুদ্দীন ঘ. শওকত ওসমান **উ: ক**

৬. **'দিবারাত্রির কাব্য' একটি-**
ক. উপন্যাস খ. কবিতার বই
গ. বাড়ির নাম ঘ. নাটক **উ: ক**

৭. **বাংলাদেশের চেতনা প্রবাহরীতির উপন্যাস কে লিখেছেন?**
ক. জহির রায়হান খ. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
গ. শওকত ওসমান ঘ. কায়েস আহমদ **উ: খ**

৮. **সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত নাটক কোনটি?**
ক. নেমেসিস খ. তরঙ্গভঙ্গ
গ. আমলার মামলা ঘ. ওরা কদম আলী **উ: খ**

৯. **সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত নাটক কোনটি-**
ক. মহাশ্মশান খ. কাঁদো নদী কাঁদো
গ. সোজন বাদিয়ার ঘাট ঘ. বহিপীর **উ: ঘ**

১০. **'নয়নচারা' কোন শ্রেণির রচনা?**
ক. উপন্যাস খ. কাব্য
গ. গল্প ঘ. নাটক **উ: গ**

১১. **'সুড়ঙ্গ' নাটকটির রচয়িতা-**
ক. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ খ. আসকার শাইখ
গ. শওকত ওসমান ঘ. শামসুল হক **উ: ক**

১২. **'সূর্যগ্রহণ' গল্পটি কে রচনা করেছেন?**
ক. শাহরিয়ার কবির খ. নুরুল মোমেন
গ. শওকত ওসমান ঘ. জহির রায়হান **উ: ঘ**

১৩. **'একুশের গল্প' প্রবন্ধটি কার লেখা?**
ক. শামসুর রহমান খ. বেগম সুফিয়া কামাল
গ. শওকত ওসমান ঘ. জহির রায়হান **উ: ঘ**

১৪. **'জীবন থেকে নেয়া' চলচ্চিত্রটির পরিচালক ছিলেন-**
ক. চাষী নজরুল ইসলাম খ. আতাউর রহমান
গ. জহির রায়হান ঘ. সুভাষ দত্ত **উ: গ**

১৫. **'হাজার বছর ধরে' কোন ধরনের রচনা?**
ক. উপন্যাস খ. ছোটগল্প
গ. আত্মজীবনী ঘ. রোজনামচা **উ: ক**

Class Exam

১. **'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' কার লেখা?**
ক. এস. ওয়াজেদ আলী খ. আবুল হাসেম
গ. আবুল মনসুর আহমদ ঘ. আবুল হুসেন

২. **"ঐ ক্ষেপেছে পাগলি মায়ের দামাল ছেলে"– কে এই দামাল ছেলে?**
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. কামাল পাশা
গ. চিত্তরঞ্জন দাস ঘ. সুভাষ বসু

৩. **ভাষা আন্দোলন বিষয়ক উপন্যাস কোনটি?**
ক. আরেক ফাল্গুন খ. জীবন ঘষে আগুন
গ. নন্দিত নরকে ঘ. পিঙ্গল আকাশ

৪. **মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' নামক উপন্যাসের উপজীব্য-**
ক. মাঝি-মাল্লার সংগ্রামশীল জীবন
খ. চাষী জীবনের করুণচিত্র
গ. জেলে জীবনের বিচিত্র সুখ-দুঃখ
ঘ. চরবাসীদের দুঃখী জীবন

৫. **'দিবারাত্রির কাব্য' কার লেখা উপন্যাস?**
ক. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
খ. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. ঈশান চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ঘ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

৬. **'রাইফেল রোটি আওরাত' উপন্যাসের রচয়িতা-**
ক. আনোয়ার পাশা খ. জহির রায়হান
গ. সত্যেন সেন ঘ. আবু জাফর শামসুদ্দীন

৭. **'অপরাজিত' উপন্যাসের লেখক কে?**
ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
খ. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যাপয়
গ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ঘ. শহীদুল্লা কায়সার

৮. **'বটতলার উপন্যাস' গ্রন্থের লেখকের নাম কী?**
ক. দিলারা হাশেম খ. রাজিয়া খান
গ. রিজিয়া রহমান ঘ. সেলিনা হোসেন

৯. **লালসালু উপন্যাসের রচনাকাল কোনটি?**
ক. ১৯৪৩ খ. ১৯৪৮
গ. ১৯৫১ ঘ. ১৯৭০

১০. **'সূর্য দীঘল বাড়ি' উপন্যাসটি লিখেছেন?**
ক. আনিস চৌধুরী খ. আবু ইসহাক
গ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. মীর মশাররফ হোসেন

উত্তরমালা

১	গ
২	খ
৩	ক
৪	গ
৫	ঘ
৬	ক
৭	গ
৮	খ
৯	খ
১০	খ